POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

يَاۤيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوۡا مَا بَقِيَ
مِنَ الرِّبٰۤوا اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ ○ فَاِنۡ لَّمۡ
تَفۡعَلُوۡا فَاۡذَنُوۡا بِحَرۡبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖ

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, এবং যদি তোমরা মোমেন হও তাহা হইলে তোমরা সুদের যাহা কিছু বকেয়া আাছে উহা ছাড়িয়া দাও। এবং যদি তোমরা ইহা না কর, তাহা হইলে আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের সঙ্গে যুদ্ধের ঘোষণা শ্রবণ কর।
(আল বাকারা: ২৭৯-২৮০)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ نَحۡمَدُهٗ وَنُصَلِّيۡ عَلٰى رَسُوۡلِهِ الۡكَرِيۡمِ وَعَلٰى عَبۡدِهِ الۡمَسِيۡحِ الۡمَوۡعُوۡد
وَلَقَدۡ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّةٌ

খণ্ড
3

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly
BADAR Qadian
Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা
46-47

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 15-22 নভেম্বর , 2018 6-13 রবিউল আওয়াল 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)বলেছেন: কিশতিয়ে নূহ পুস্তকের 'আমাদের শিক্ষা ' অংশ টুকু প্রত্যেক আহমদীর পড়া উচিত, বরং সম্পূর্ণ বইটিই পড়া উচিত।

সেই জিনিষ-যাহা পাপ হইতে মুক্ত করিয়া খোদা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয় এবং সততা ও দৃঢ়তায় ফেরেশতা হইতেও অধিক অগ্রগামী করিয়া দেয়–উহা 'একীন' ।

প্রত্যেক ধর্ম, যাহা 'একীন' লাভের উপকরণ সরবরাহ করিতে পারে না, তাহা মিথ্যা । প্রত্যক ধর্ম, যাহা একীনের সাহায্যে খোদাকে দেখাইতে পারে না, তাহা মিথ্যা । কিস্সা কাহিনী ছাড়া যে ধর্মে অন্য কিছু নাই, তাহার প্রত্যেকটিই মিথ্যা ।

'কিশতিয়ে নূহ' পুস্তক থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

হে খোদান্বেষী বান্দাগণ! কান খুলিয়া শোন, একীনের (দৃঢ়-বিশ্বাস) ন্যায় কোন বস্তু নাই । একমাত্র একীনই মানুষকে পাপ হইতে মুক্ত করে । একীনই মানুষকে পুণ্য কর্ম সাধনের শক্তি প্রদান করে । একমাত্র একীনই মানুষকে খোদাতা'লার খাঁটি প্রেমিক করিয়া তুলে । তোমরা কি একীন ব্যতিরেকে পাপ বর্জন করিতে পার? একীনের জ্যোতিঃ ছাড়া কি তোমরা প্রবৃত্তির উত্তেজনাকে দমন করিতে পার? একীনের অনুপস্থিতিতে কি তোমরা কোন শান্তি লাভ করিতে পার? একীন ব্যতীত কি তোমরা কোন প্রকৃত পরিবর্তন সাধন করিতে পার? একীন ব্যতিরেকে কি তোমরা কোন সত্যিকারের সুখ লাভ করিতে পার? আকাশের নীচে এমন কোন 'কাফ্ফারা' (বা প্রায়শ্চিত্ত) এবং এমন কোন 'ফিদিয়া' (বিনিময়) আছে কি, যাহা তোমাদিগকে পাপ বর্জন করাইতে পারে? মরিয়ম পুত্র ঈসা কি এমনই এক সত্তা যে, তাহার কল্পিত রক্ত পাপ হইতে মুক্তি দিবে?

হে খৃষ্টানগণ! এইরূপ মিথ্যা বলিও না যাহাতে পৃথিবী খন্ড বিখন্ড হইয়া যায় । স্বয়ং যিশু নিজের মুক্তির জন্য 'একীনের' মুখাপেক্ষী ছিলেন । তিনি 'একীন করিয়াছিলেন, তাই মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন । আফসোস সকল খৃষ্টানদের জন্য, যাহারা এই বলিয়া জগতকে প্রতারিত করে যে, আমরা মসীহ্‌র রক্তের দ্বারা মুক্তিলাভ করিয়াছি ।' বস্তুতঃ তাহারা আপাদমস্তক পাপে মগ্ন । তাহারা জানে না, তাহাদের খোদা কে? বরং তাহাদের জীবন অবহেলাময়, মদের নেশায় তাহারা বিভোর; কিন্তু সেই পবিত্র নেশা যাহা আকাশ হইতে অবর্তীণ হয়, সেই সম্বন্ধে তাহারা বেখবর । যেই জীবন খোদাতা'লার সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং যাহা পবিত্র জীবনের সুফল, তাহা হইতে তাহারা বঞ্চিত । অতএব স্মরণ রাখিও যে,'একীন' ব্যতিরেকে তোমরা অন্ধকারপূর্ণ জীবন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না এবং রূহুল কুদ্দুস তোমরা লাভ করিতে পারিবে না । মুবারক (ভাগ্যবান) সেই ব্যক্তি, যে 'একীন' লাভ করিয়াছে, কারণ সে-ই খোদাতা'লার দর্শন লাভ করিবে । মুবারক সে-ই ব্যক্তি, যে সকল সংশয় ও সন্দেহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে, কারণ সে-ই পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে । মুবারক তোমরা, যখন তোমাদিগকে 'একীনের' সম্পদ দেওয়া হয় যাহার ফলে তোমাদের গুনাহ্‌র অবসান হইবে । 'গুনাহ্' এবং 'একীন' একত্রিত হইতে পারে না । তোমরা কি সেই গর্তের ভিতর হাত দিতে পার যাহার মধ্যে ভয়ানক এক বিষাক্ত সাপ দেখিতেছ? তোমরা কি এইরূপ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পার যেখানে এক রক্তপিপাসু বাঘের আক্রমণের আশঙ্কা আছে, অথবা যেখানে এক ধ্বংসকারী প্লেগ মানুষের বংশ নিপাত করিতেছে? সুতরাং খোদাতা'লার প্রতি যদি তোমদের ঠিক সেইরূপ বিশ্বাস থাকে, যেইরূপ বিশ্বাস, সাপ,বজ্র, বাঘ বা প্লেগের প্রতি আছে, তাহা হইলে উহা সম্ভবপর নহে যে, তোমরা খোদাতা'লার বিরুদ্ধাচারণ করিয়া শান্তির পথ অবলম্বন করিতে পার, কিম্বা তাঁহার সহিত তোমরা সরলতা ও বিশ্বস্ততার সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে পার ।

হে পুণ্যকর্ম ও সাধুতার প্রতি আহুত জনমন্ডলী! নিশ্চয় জানিও খোদাতা'লার প্রতি আকর্ষণ তোমাদের মধ্যে তখনই জন্মিবে এবং তখনই তোমাদিগকে পাপের ঘৃণিত কলঙ্ক হইতে পবিত্র করা হইবে, যখন তোমাদের হৃদয় একীন-পূর্ণ হইবে । সম্ভবতঃ তোমরা বলিবে যে, তোমাদের একীন লাভ হইয়াছে, কিন্তু স্মরণ রাখিও, ইহা তোমাদের আত্ম-প্রতারণা মাত্র । নিশ্চয় তোমরা পাপ হইতে বিরত থাকিতেছ না । সৎকর্মে যেই রূপ অগ্রসর হওয়া উচিত, তোমরা সেইরূপ অগ্রসর হইতেছ না এবং যেইরূপ ভয় করা উচিত, সেইরূপ ভয় তোমরা করিতেছ না । নিজেই চিন্তা করিয়া দেখ যাহার এই 'একীন' আছে যে, অমুক গর্তে সাপ আছে– সে কি সেই গর্তে হাত দিবে? যাহার 'একীন' আছে যে, তাহার খাদ্যে বিষ মিশ্রিত আছে– সে কি সেই খাদ্য খাইতে পারে? যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় যে, অমুক জঙ্গলে এক হাজার রক্তপিপাসু বাঘ আছে, তখন কেমন করিয়া তাহার পা অসাবধানতা ও উদাসীনতাবশতঃ সেই জঙ্গলের দিকে আগাইবে?

তোমাদের হাত, পা, কান ও চোখ কিভাবে পাপকর্ম করিতে সাহসী হইবে, যদি খোদাতা'লা ও তাঁহার পুরস্কার ও শাস্তির প্রতি তোমাদের 'একীন' থাকে? পাপ 'একীন' এর উপর জয়ী হইতে পারে না । যখন তোমরা এক ভস্মকারী ও গ্রাসকারী অগ্নি দেখিতে পাও, তখন কেমন করিয়া সেই অগ্নিতে নিজ দেহ নিক্ষেপ করিতে পার? 'একীনের' প্রাচীর আকাশ পর্যন্ত প্রসারিত । শয়তান উহাতে আরোহণ করিতে পারে না । যিনি পবিত্র হইয়াছেন, 'একীনের' সাহায্যেই হইয়াছেন । 'একীন' দুঃখ বরণ করিবার শক্তি দান করে । এমন কি এক বাদশাহ্‌কে সিংহাসন ত্যাগ করাইয়া ভিক্ষুকের বেশ পরিধান করায় । 'একীন' সর্ব প্রকার দুঃখ সহজ করিয়া দেয় । 'একীন' খোদাতা'লার দর্শন লাভ করায় । প্রত্যেক কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) মিথ্যা এবং প্রত্যেক ফিদিয়া (বিনিময়) নিষ্ফল । প্রত্যেক প্রকারের পবিত্রতা 'একীনের' পথ ধরিয়া আসে । সেই জিনিষ-যাহা পাপ হইতে মুক্ত করিয়া খোদা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয় এবং সততা ও দৃঢ়তায় ফেরেশতা হইতেও অধিক অগ্রগামী করিয়া দেয়–উহা 'একীন' ।

প্রত্যেক ধর্ম, যাহা 'একীন' লাভের উপকরণ সরবরাহ করিতে পারে না, তাহা মিথ্যা । প্রত্যক ধর্ম, যাহা একীনের সাহায্যে খোদাকে দেখাইতে পারে না,

এরপর শেষের পাতায় .....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৫ সালের অক্টোবর মাসে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ইউরোপ সফর

হুযুর আনোয়ার বলেন: কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলেছে। এখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে মানুষকে ফাঁদে ফেলা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে, ইরাক এবং সিরিয়া যাওয়ার পরিবর্তে নিজেদের দেশে থেকেই আমাদের এজেন্ডা নিয়ে কাজ কর। এরা বলছে পরবর্তী আক্রমণ হবে সাইবার হামলা।

বড়ই অশুভ চক্রান্ত রচিত হচ্ছে। এর থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। কেবল একটিই উপায় রয়েছে আর তা হল এটিকে সমূলে উৎপাটন করা। অন্যথায় তারা থাকুক বা না থাকুক এটি পশ্চিমি বিশ্বের জন্য অনেক বড় বিপদ হয়ে দেখা দিবে। এখন সিরিয়া থেকে শরণার্থীরা আসছে আর আই.এস-এর প্রতিনিধির দাবি তাদের প্রত্যেক পঞ্চাশজন পিছু একজন করে আই.এস -এর গুরুত্বপূর্ণ কর্মীও রয়েছে। তাই একটি বড় কারণ হল আর্থ-সামাজিক কারণ। এছাড়াও ইউরোপের স্থানীয় বাসিন্দারাও কট্টরবাদকে বেছে নিচ্ছে। আর বলা হচ্ছে যে এরা এশীয় বংশোদ্ভুত ব্যক্তিদের থেকে বেশি বর্বর। (সাফাক) অতএব একমাত্র পথ হল এদের অর্থায়ন এবং রসদ সরবরাহ যে কোন উপায়ে বন্ধ করে দেওয়া।

মি. হ্যারি ভ্যান বোমেল এক্সার্টনাল এফেয়ার্স কমিটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে অনুষ্ঠানের স্বাগতিক ছিলেন। তিনি প্রশ্ন করেন আহমদীদের উপর হওয়া নির্যাতনের বিষয়ে। তিনি বলেন, অনেক দেশে এদের উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে আর বিশেষ করে মুসলমান দেশগুলিতে, যাদের মধ্যে পাকিস্তান এবং সৌদি আরব তালিকার শীর্ষে রয়েছে। আমার প্রশ্ন হল এই অত্যাচার ও নির্যাতনের বিষয়ে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টিরিয়ান হিসেবে কি করা উচিত?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: বলা হচ্ছে যে বর্তমানে সর্বত্রই গণতন্ত্র রয়েছে। যদিও প্রকৃতপক্ষে এমনটি নয়। এটি সীমিত ধরণের গণতন্ত্র বা গণতন্ত্রের পরিবর্তিত রূপ আর এই দেশগুলি পশ্চিমি বিশ্বের দেশগুলি থেকে সহায়তা গ্রহণ করে। তাই আপনি যেখানে অন্যায় অত্যাচার শেষ করতে চান সেখানে সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। কেবল আহমদীদের উপরই যে অত্যাচার হচ্ছে এমনটি নয়। অনেক স্থানে খৃষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপরও নির্যাতন হচ্ছে। তাই একটিই পথ, সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা এবং তাদেরকে বলা যে, নিজেদের আইন এমন পন্থায় তৈরী করুন যাতে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী মানুষ মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা পায় এবং ধর্মের বিষয়ে স্বাধীনতা পায়। অনেক দেশ এমন আছে যারা কুরআন পাঠ করে, কিন্তু কুরআন ঘোষণা করে ধর্মে কোন বল প্রয়োগ নেই। তাই ধর্মে যদি বল প্রয়োগ না থাকে তবে অত্যাচার ও উৎপীড়ন কেন করা হচ্ছে? তাই এদের উপর আপনারা চাপ সৃষ্টি করেন তবে এর সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসতে পারে। এটি কেবল আমদীদের বিষয় নয়, বরং অন্যান্য আরও অনেকের সমস্যা যাদের অধিকার হরণ করা হয়ে থাকে। এমন মানুষদের সহায়তা করা উচিত।

সাংসদ মহাশয় অনুষ্ঠানের শেষে বলেন, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এখানে এসে ভাষণা দেওয়া এবং নিজের মতামত ব্যক্ত করার জন্য আমি ফরেন এফেয়ার্স দফতরের স্টান্ডিং কমিটির পক্ষ থেকেও আপনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমি অবগত আছি যে, আপনি আরও বেশ কয়েকদিন হল্যান্ডে অবস্থান করবেন। আপনার উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার জন্য শুভেচ্ছা রইল। আমরা আপনাকে পুনরায় পার্লামেন্টে দেখতে চাই।

এর প্রতিক্রিয়ায় হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনাদের সকলকেও অসংখ্য ধন্যবাদ।

অনুষ্ঠানের শেষে হুযুর আনোয়ার ফরেন এফেয়ার্স কমিটির সদস্যদেরকে উপহার প্রদান করেন।

এরপর প্রোগ্রাম অনুযায়ী হুযুর আনোয়ার মসজিদ সংলগ্ন হোটেল NIUWS POORT হোটেলে আসেন। যেখানে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সমস্ত সাংসদ এবং অতিথিদের জন্য নিশিভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

সন্ধ্যা ৬টায় হুযুর আনোয়ার হোটেলে আসেন যেখানে কয়েকজন অতিথি একে একে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেন।

ইসলাম বিদ্বেষী W.GIERET GILDER-এর পার্টির এক সদস্য ARNOUD VAN DOORN হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছিলেন। তিনি ২০১৩ সালে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এর ফলে তিনি বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি এসে জানান যে, হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করতে চান এবং ছবি তুলতে চান যাতে মুসলমানদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন যে, একে অপরকে কাফের ফতোয়া দিয়ে সমস্যার সমাধান হয় না, বরং আঁ হযরত (সা.)-এর শিক্ষানুসারে আমাদেরকে অন্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাওয়া উচিত।

তিনি হুযুর আনোয়ারের সমীপে নিবেদন করেন, 'ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য কিভাবে দিক নির্দেশনা নিব সে বিষয়ে আমাকে পথ দেখান।' হুযুর আনোয়ার বলেন, কুরআন করীম থেকে পথপ্রদর্শন গ্রহণ করুন এবং সঙ্গীদেরকেও বলুন কুরআন থেকে পথপ্রদর্শন গ্রহণ করতে। কুরআন করীমের পাঁচটি খণ্ডের কমেন্টরি অধ্যয়ন করুন। এর থেকে অনেক দিক-নির্দেশনা পাওয়া যাবে। আঁ হযরত (সা.) এবং সাহাবাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুন। কুরআন করীমই সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এর অধ্যয়ন করুন। আঁ হযরত (সা.)-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কুরআনেরই দৃষ্টান্ত।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর সমীপে যখন নিবেদন করা হয় যে, রসুলে করীম (সা.)-এর উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে বর্ণনা করুন, তখন তিনি (রা.) বলেন, হুযুর (সা.)-এর চরিত্র কুরআনের ঠিক অনুরূপ ছিল। 'কানা খুলুকুল কুরআন'। অতএব কুরআন করীম থেকেই আপনি সমস্ত দিকনির্দেশনা পেয়ে যাবেন।

হল্যান্ডের পূর্ব প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ডক্টর W.F Van Eeklen সাহেব সস্ত্রীক হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন। তিনি একজন বরিষ্ঠ রাজনীতিবিদও বটে আর তিনি লিবারাল পার্টির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক।

তিনি প্রশ্ন করেন যে, আমরা মুসলমান দেশসমূহ এবং সংগঠনগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই তারা পরস্পর বিভক্ত এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে সক্রিয়। এর কারণ কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রত্যেক সংগঠনের নিজস্ব স্বার্থ রয়েছে, সেই অনুসারে তারা পরিচালিত হয় আর কুরআন করীমের শিক্ষা তারা ত্যাগ করেছে। কুরআন করীমের উপর আমল করে না, এই কারণেই তারা নিজেদের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত।

যতক্ষণ পর্যন্ত না মুসলমান দেশসমূহ এবং সংগঠনগুলির নেতৃত্বকে গাইড না করা হবে, তাদের চিন্তাধারার সংশোধন না করা হয় এর পরিণাম পাওয়া যাবে না। এই সংগঠনগুলি বৃহৎ শক্তিগুলির কাছ থেকে অর্থের জোগান পায়। এই কারণে এরা নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এদের থেকেই অবশেষে তালিবান এবং আল কায়েদার মত সংগঠন তৈরী হয়েছে। মুসলমান নেতাদের এক মঞ্চে একত্রিত করা আবশ্যক। ইসলামিক অর্গানাইজেশনকে এবিষয়ে কাজ করা উচিত।

হল্যান্ডে নিযুক্ত স্পেনিশ এম্বেসির রাষ্ট্রদূত মি. ফার্নানেন্ডো এরিয়াস গোনযালিয অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। তিনি হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, হুযুর আনোয়ারের ভাষণ শুনেছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাদের গণতন্ত্র অন্যান্য দেশের তুলনায় উন্নত। আপনারা ভাল কাজ করছেন। প্রত্যুত্তরে স্পেনিশ পার্লামেন্টের সদস্যগণ বলেন, এবছর ডিসম্বরে দেশের নির্বাচন হচ্ছে। এমন মনে হচ্ছে যে, কোন দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে না। অন্য দলের সঙ্গে জোট গঠন করে সরকার গঠন করতে হবে।

আলবেনিয়ার তারানা শহরের মেয়রের প্রধান উপদেষ্টা আইলিপ হক্সহলি সাহেব এবং ন্যাশনার কাল্ট কমিটির সদর আইলির ডিযডারি সাহেব অনুষ্ঠানে যোগ দান করেছিলেন। উভয়ে হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁরা হুযুরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, আমরা দুজনে এমন এক দেশ থেকে এসেছি যেখানে ধর্মীয় সম্প্রীতির পরিবেশ রয়েছে। আমাদরে পিতৃপুরুষেরা এই গুণটিকে শত শত বছর ধরে ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে লালন করে এসেছেন। এখন আমাদের দায়িত্ব হল এটিকে সন্তানসন্ততিদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ধর্ম একটি ভবন সদৃশ, প্রত্যেকে এতে ইঁট গেঁথে নিজের ভূমিকা রাখে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের উদ্দেশ্য এটিই যে, আমরা যেন পরস্পর ভালবাসা ও সম্প্রীতি সহকারে বসবাস করি এবং সহিষ্ণুতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশ বজায় রাখি।

সংসদ সদস্যরা বলেন, আমরা আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, আলবেনিয়াতে প্রতিটি ধর্মের জন্য সমানাধিকার রয়েছে। আমরা হুযুর আনোয়ারের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনারা এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ। আলবেনিয়ায় যেরূপ ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় রয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত থাকলে ভবিষ্যতে জাতি হিসেবে উন্নতি করবে।

সাক্ষাত অনুষ্ঠানটি ৬:৪০টায়

এরপর ১২ পাতায়.....

জুমআর খুতবা

সত্যিকার অর্থে নামায কায়েমকারী হলো তারা যারা বাজামা'ত নামাযে অভ্যস্ত এবং নিজেদের মনোযোগ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি নিবদ্ধ রেখে নামায আদায় করে। দোয়া, ইস্তেগফার এবং মনোযোগের সহিত নামায আদায় করে। মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হলে পুনরায় নিজেদের মনোযোগ আল্লাহ্ তা'লার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

আসলেই কি আমরা সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা মসজিদ নির্মাণকারী এবং এর অধিকার প্রদানকারী বলেছেন?

এই মসজিদ নির্মিত হওয়ার পর এখানে আগমনকারী বা এই মসজিদের প্রতি সংশ্লিষ্ট রয়েছে বলে যারা দাবি করে, তাদের দায়িত্ব পূর্বের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই মসজিদ থেকে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর এবং শান্তিপ্রিয় শিক্ষার প্রকৃত চেহারা জগতের সামনে উদ্ভাসিত হবে।

'মসজিদের জৌলুস নামাযীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত।'

মানুষ যদি খোদা তা'লার অস্তিত্বে পূর্ণরূপে বিশ্বাসী হয় তবে কখনো তাকে বিনষ্ট করা হয় না।

জাগতিকতায় নিমজ্জিত হওয়া উন্নতি নয়, বরং ধ্বংস।

ফিলোডেলফিয়ায় 'বায়তুল আফিয়াত' মসজিদের উদ্বোধন

পৌনে চার একর জমির উপর একুশ হাজার বর্গফুটের উপর নির্মিত 'বায়তুল আফিয়াত' মসজিদটির নির্মাণ খরচ ৮.১ মিলিয়ন ডলার।

কুরআন করীম এবং হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে মসজিদ স্থাপন এবং এর উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য জামাতের সদস্যদরকে উপদেশবলী।

হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে **প্রদত্ত ১৯ অক্টোবর, ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (১৯ ইখা, ১৩৯৭ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰى اُولٰٓئِكَ اَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ (التوبۃ:18)

(সূরা আত্-তওবা: ১৮)

এই আয়াতের অনুবাদ হলো- কেবল সেই ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহ আবাদ করতে পারে যে আল্লাহ্ এবং পরকালের ওপর ঈমান আনে আর নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। অতএব অচিরেই এসব লোক হেদায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই শহরে প্রথম মসজিদ নির্মাণের তৌফিক প্রদান করেছেন আর আজ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হচ্ছে। জাগতিক ইমারত বা ভবন অথবা জাগতিক স্বার্থ অর্জনের জন্য যেসব ভবন নির্মাণ করা হয়, সেগুলোর উদ্বোধনীতে জগতের নিয়ম অনুযায়ী বিশেষত এসব দেশে আর সমগ্র বিশ্বেই বাহ্যিক ও জাগতিক আনন্দের বহিঃপ্রকাশ হয়ে থাকে। আর এই ঘোষণা দেওয়া হয় যে, এটি থেকে আমরা অমুক অমুক জাগতিক কল্যাণ লাভ করবো। কিন্তু মসজিদের উদ্বোধন যখন আমরা করি বা আমরা যখন মসজিদ নির্মাণ করি তখন এই চিন্তা চেতনার সাথে করি যে, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জ ন করতে হবে। আর আল্লাহ্ তা'লার এই ঘর নির্মাণের মাধ্যমে আমাদেরকে নিজেদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হিসেবে যা সামনে রাখতে হবে তা শুধু এবং শুধুমাত্র এটি হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সেসব বিষয় পালন করা আবশ্যক যেগুলো করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের অধিকার প্রদান করা। আর তা সেভাবে প্রদান করতে হবে যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বলেছেন। যে আয়াতটি আমি তিলাওয়াত করেছি, আর যেমনটি অনুবাদও পাঠ করা হয়েছে, এখানে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এটিই বলেছেন যে, মসজিদ নির্মাণকারীদের উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত বা তারা কারা যারা মসজিদ নির্মাণের অধিকার প্রদান করে। তারা হলো সেসব লোক যারা একে আবাদ বা সংরক্ষণ করার চিন্তায় থাকে। এটিকে ভালো অবস্থায় রাখার চিন্তায় থাকে। যারা আল্লাহ্ তা'লা এবং পরকালের ওপর ঈমান আনয়নকারী। এমনিতে তো সবাই দাবি করে যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লা এবং পরকালের ওপর ঈমান রাখি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, এর ব্যবহারিক প্রদর্শনও আবশ্যক। আর তা তখনই হতে পারে যখন 'ইকামুস সালাত'- এর ব্যবহারিক নমুনা বা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা হবে।

আর ইকামুস সালাত কী? এর ব্যবহারিক প্রদর্শন কীভাবে হয়ে থাকে বা হতে পারে? এর ব্যবহারিক প্রদর্শন প্রথমত বাজামা'ত নামায আদায়ের মাধ্যমে হয়। আর দ্বিতীয় বিষয় হলো নামাযে আল্লাহ্ তা'লার কাছে উপস্থিত হওয়া এবং মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশ এবং তফসীর থেকেও আমরা সেকথাই জানতে পারি। অতএব সত্যিকার অর্থে নামায কায়েমকারী হলো তারা যারা বাজামা'ত নামাযে অভ্যস্ত এবং নিজেদের মনোযোগ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি নিবদ্ধ রেখে নামায আদায় করে। দোয়া, ইস্তেগফার এবং মনোযোগের সহিত নামায আদায় করে। মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হলে পুনরায় নিজেদের মনোযোগ আল্লাহ্ তা'লার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। আমাদের মাঝে প্রত্যেকেই নিজের আত্মবিশ্লেষণ করতে পারে যে, আমরা কতটা 'ইকামুস সালাত' এর এই মান অর্জনের চেষ্টা করছি। এই জাগতিক বিশ্বে অধিকাংশই প্রথমত বাজামা'ত নামাযের দিকে মনোযোগ দেয় না। আর মসজিদে আসলেও ফরয নামাযে এবং সুন্নতেও সেই মনোযোগ থাকে না যা নামাযের দাবি। অবস্থা যদি এমনই হয় তাহলে আমরা নিজেরাই নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা করতে পারি যে, আসলেই

কি আমরা সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা মসজিদ নির্মাণকারী এবং এর অধিকার প্রদানকারী বলেছেন?

এরপর বলেছেন, তারা যাকাত দেয়, ধর্মের খাতিরে আর্থিক কুরবানী করে, আর আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির উন্নতিকল্পে এবং তাদের অধিকার প্রদানের জন্যও আর্থিক কুরবানী করে। তারপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আল্লাহ্ তা'লার ভীতি ছাড়া তাদের আর কোন ভয় থাকে না। তারা এই চিন্তায় থাকে যে, আমাদের কোন কর্মের কারণে আল্লাহ্ তা'লা অসন্তুষ্ট না হয়ে যান। আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা থেকে আমরা বঞ্চিত না হয়ে যাই। তারা নিজেদের আমল বা কর্মকে সেসব নির্দেশ অনুযায়ী করে, সেসব নির্দেশকে সর্বদা নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখে, যেগুলোর নির্দেশ আল্লাহ্ তা'লা এক প্রকৃত মুসলমানকে প্রদান করেছেন এবং যা পবিত্র কুরআনে তিনি বর্ণনা করেছেন। অতএব এটি কোন সামান্য দায়িত্ব নয় যা এক মু'মিন মুসলমানের দায়িত্ব। আর এই মসজিদ নির্মিত হওয়ার পর এখানে আগমনকারী বা এই মসজিদের প্রতি সংশ্লিষ্ট রয়েছে বলে যারা দাবি করে, তাদের দায়িত্ব পূর্বের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। নিজেদের ইবাদতের অধিকারও আপনাদের প্রদান করতে হবে। আর আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির অধিকারও প্রদান করতে হবে। তবেই আপনারা আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে হেদায়েতপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। তখনই আপনারা সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হবেন যাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার স্নেহদৃষ্টি থাকে। এই আয়াতের পূর্বের আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা এটিও বর্ণনা করেছেন যে, মুশরিকদের কোন অধিকার নেই যে, তারা মসজিদ নির্মাণ করবে অথবা সেগুলোকে আবাদ বা রক্ষণাবেক্ষণ করবে। তাদের হৃদয় তো গায়রুল্লাহ্ বা আল্লাহ্ ভিন্ন সত্তায় পূর্ণ হয়ে আছে। আর যার হৃদয় গায়রুল্লাহ্ বা আল্লাহ্ ভিন্ন সত্তায় পূর্ণ, সে আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদান করতেই পারে না। আর আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির অধিকারও প্রদান করতে পারে না।

এছাড়া শিরকও কয়েক প্রকার হয়ে থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক উপলক্ষ্যে বলেন-

কয়েক প্রকার শিরক রয়েছে। একটি হলো স্থূল এবং বাহ্যিক শিরক যাতে কোন মানুষ, পাথর বা অন্য কোন নির্জীব বস্তু বা শক্তিকে অথবা কাল্পনিক দেব-দেবীকে খোদা বানিয়ে নেওয়া হয়। তিনি বলেন যদিও এই শিরক এখন জগতে বিদ্যমান, বাহ্যিকভাবে উপস্থিত রয়েছে, কিন্তু এই যুগ (জ্ঞানের) আলো এবং শিক্ষার এমন যুগ যে, বিবেক-বুদ্ধি এমন শিরককে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা আরম্ভ করেছে। যদিও এরূপ শিরক বিদ্যমান কিন্তু শিক্ষা মানুষকে এতটা যোগ্য বানিয়ে দিয়েছে যে, বিবেক-বুদ্ধি এই বিষয়টিকে মেনে নেয় না যে, এই পাথরের মূর্তি এবং প্রতিমা সমূহ আমাদের কিছু করতে পারে। তিনি বলেন, কিন্তু আরো এক প্রকার শিরক রয়েছে যা গোপনভাবে বিষের ন্যায় প্রভাব বিস্তার করছে এবং তা এই যুগে অনেক বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর তা হলো, খোদা তা'লার ওপর বিশ্বাস এবং ভরসা মোটেই অবশিষ্ট নেই। (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭৯-৮০, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ) আর এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তিনি এটিও বলেন যে, উপায় উপকরণ এবং অন্যান্য জিনিসের ওপর খোদা তা'লার তুলনায় অধিক ভরসা করা হয়। নিজেদের চাকরি, নিজেদের ব্যবসা, নিজেদের জাগতিক ব্যস্ততার প্রতি মনোযোগ বেশি, আর এ কারণেই নামাযের প্রতি মনোযোগ নেই। মসজিদ আবাদ বা রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রতি মনোযোগ নেই।

অতএব আমাদের এই দোয়া করা উচিত, আল্লাহ্ তা'লার কাছে বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করা উচিত যে, হে খোদা! আমাদেরকে পরিপূর্ণ মু'মিন বান্দা বানিয়ে দাও, কেননা মু'মিন হওয়াও আল্লাহ্ তা'লার কৃপার ওপর নির্ভরশীল। তাই তাঁর কাছে চাওয়ার মাধ্যমেই এই মর্যাদা অর্জন হতে পারে।

আমরা কেবল এতেই যেন সন্তুষ্ট না হয়ে যাই যে, আমরা খুব সুন্দর একটি মসজিদ ফিলাডেলফিয়াতে নির্মাণ করেছি বা এই শহরে নির্মাণ করেছি। বরং এর অধিকার প্রদান করে আমরা যখন আল্লাহ্ তা'লার কাছে উপস্থিত হব তখন যেন আমরা এটি শুনি যে, এরা হলো সেসকল লোক যারা খোদা তা'লার খাতিরে মসজিদ নির্মাণ করেছে। আর এরপর এর অধিকার প্রদানেরও চেষ্টা করেছে। অতএব এই হেদায়েতপ্রাপ্ত লোকদের মাঝে এবং সেসব লোকদের মাঝে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে যাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট। যাদের ওপর আল্লাহ্ তা'লা খুশি। অতএব এই চিন্তাচেতনাকে আমাদের নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করার চেষ্টা করা উচিত। যখন এই চিন্তাচেতনা থাকবে এবং এর জন্য চেষ্টা করা হবে তখন এই মসজিদের কল্যাণ এবং বরকত আমরা ইহজগতেও অনুভব করব। আমাদের সন্তানসন্ততি এবং বংশধররাও ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। আর আমরা আল্লাহ্ তা'লার বাণীকেও অত্র এলাকা এবং শহরে প্রচারকারী হব। তৌহিদকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠাকারী হব। আর হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর পতাকাকে পৃথিবীতে উড্ডীনকারী হব।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মসজিদ নির্মাণের একটি উদ্দেশ্য এটিও বর্ণনা করেছেন যে, যে অঞ্চলে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা এবং বাণী পৌঁছাতে চাও সেখানে মসজিদ বানিয়ে দাও। তিনি বলেন, এখন আমাদের জামা'তের মসজিদের অনেক বেশি প্রয়োজন রয়েছে। এটি খোদার ঘর হয়ে থাকে। যে গ্রাম বা শহরে আমাদের জামা'তের মসজিদ নির্মিত হয়, ধরে নিতে পার যে, সেখানে জামা'তের উন্নতির ভিত রচিত হয়েছে। যদি এমন কোন গ্রাম বা শহর হয় যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা কম বা শূন্য, আর সেখানে যদি ইসলামের উন্নতি করতে হয় তাহলে একটি মসজিদ বানিয়ে দেওয়া উচিত। এরপর আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং মুসলমানদের আকৃষ্ট করবেন। কিন্তু শর্ত হলো, শুধু মসজিদ নির্মাণ করলেই হবে না, তিনি বলেন, শর্ত হলো মসজিদ নির্মাণের পিছনে তোমাদের নিয়্যত বা অভিপ্রায় আন্তরিক হওয়া চাই। নিষ্ঠার সাথে যেন মসজিদ নির্মাণ করা হয়, কোন লোকদেখানো ভাব যেন না থাকে। তিনি বলেন, শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে যেন তা করা হয়। অর্থাৎ মসজিদ নির্মাণের কাজ যেন কেবল আল্লাহ্‌র জন্য করা হয়। ব্যক্তিগত স্বার্থ বা কোন মন্দের যেন এতে মিশ্রণ না থাকে, তাহলেই আল্লাহ্ তা'লা বরকত বা আশিস প্রদান করবেন।

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১৯)

অতএব এই বিষয়টিকে সর্বদা আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, মসজিদ যদি আমরা নির্মাণ করি, মসজিদের জন্য আর্থিক কুরবানীও আমরা করে থাকি তাহলে তাতে যেন কোন প্রকার লোকদেখানো ভাব না থাকে। বরং এই নিয়্যত যেন থাকে যে, মসজিদ নির্মিত হলে আমরাও ইবাদতের দায়িত্ব পালনকারী হব, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও সুরক্ষিত হবে এবং ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। অতএব এই মসজিদের নির্মাণ এবং সংরক্ষণের পাশাপাশি এখানে বসবাসকারীদের ওপর আরো একটি বড় দায়িত্বও অর্পিত হয়েছে যে, এই মসজিদকে অত্র শহরে ইসলামের তবলীগের মাধ্যম বানিয়ে দিন।

বলা হয় যে, এখানে এই শহরে মুসলমানদের ৪৭টি মসজিদ বা সেন্টার রয়েছে কিন্তু রীতিমত বা পরিপূর্ণ মসজিদ হিসেবে নির্মিত এটি এখানে প্রথম মসজিদ। অতএব মসজিদ হিসেবে এই যে ইমারত বা ভবন এই শহরে নির্মিত হয়েছে তা শুধু এটি বলার জন্য নয় যে, মুসলমানদের মসজিদের প্রকৃত চেহারা এরূপ হয়ে থাকে। বরং এটি বলার জন্য যে, এই মসজিদ থেকে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর এবং শান্তিপ্রিয় শিক্ষার প্রকৃত চেহারা জগতের সামনে উদ্ভাসিত হবে। আমরা হলাম সেই সব মানুষ যারা দোয়া এবং ইবাদতের মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত বাণী পৃথিবীময় প্রচার করি। আর এখানে এখন পূর্বের চেয়ে অধিক হারে নিজেদের ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তার প্রচার করব। অত্র অঞ্চলে ইসলামের শিক্ষার ব্যবহারিক প্রদর্শন বা প্রকাশের মাধ্যমে আমাদেরকে আহমদী মুসলমানদের বসবাসও বৃদ্ধি করতে হবে। কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে যে, আমাদের আহমদীদের বসবাসও সাধারণত এখান থেকে দূরবর্তী স্থানে। দু'একটি ঘর ব্যতীত। আমীর সাহেবের সাথে কথা হচ্ছিল, তিনি বলেন এবং এই বিষয়টি অবহিত করেন যে, এই মসজিদের আয়তন বেশ বড় এবং এটি একটি বড় প্লট। এতে নির্মাণকাজের অনুমতিও পাওয়া সম্ভব। যদি এখানে ফ্ল্যাট বানানো হয় বা ঘর বানানো হয় বা আহমদীদের যদি তা নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে মসজিদের কাছাকাছি বসবাস হতে পারে। আমার মতে এটি একটি ভালো প্রস্তাব, এর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। যদি এই প্রস্তাব বাস্তবায়নযোগ্য হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই চেষ্টা করা উচিত যেন আহমদীরা এখানে এসে বসবাস আরম্ভ করে। আর যখন আহমদীদের বসবাস হবে আর তারা এই মানসে আসবে যে, মসজিদকেও আবাদ বা সংরক্ষণ করতে হবে আর ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার বাণীও প্রচার করতে হবে তাহলে আল্লাহ্ তা'লাও এই নিয়্যতে বরকত বা আশিস প্রদান করবেন। আর এটি ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আহমদীদের বসবাস বৃদ্ধিরও কারণ হবে।

আমাদের ইতিহাস আমাদেরকে অবহিত করে যে, ১৯২০ সনে যখন হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব মুবাল্লিগ হিসেবে আমেরিকায় আসেন, তখন এখানে ফিলাডেলফিয়ার বন্দরেই তিনি অবতরণ করেছিলেন। কিন্তু তাকে দেশে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। তখন এর অনুমতি পাওয়া যায়নি। আর তাকে একটি ঘরে বন্দি করে রাখা হয়। সেখানে আরো বন্দি ছিল। তাঁর তবলীগে তখন দুই মাসে ১৫জন বন্দি ইসলাম গ্রহণ করে। (তারিখে আহমদীয়াত, খণ্ড-১৯, পৃ: ৪৭৭) তবলীগের পাশাপাশি তার ব্যবহারিক নমুনাও ছিল, তাকওয়া এবং দোয়াও ছিল। অতএব তবলীগের সাথে এগুলোও

জরুরী বিষয়। বলা হয় যে, এরপর তাঁর অবস্থানকালে এখানে পাঁচ-ছয় হাজার আহমদী হয়েছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তখন এটি বলেছিলেন যে, যদি এটিই বয়আতের সংখ্যা হয়ে থাকে তাহলে কয়েক দশকে এই সংখ্যা লাখের কোঠায় পৌঁছতে পারে। (তারিখে আহমদীয়াত, খণ্ড-১৯, পৃ: ৪৭৭) যাহোক সেই টার্গেট অর্জন হয় নি। কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল বা পরিস্থিতি তেমন প্রতিকুল ছিল বা আমাদের দুর্বলতা ছিল। কিন্তু এখন সুযোগ রয়েছে যেন আমরা এক উদ্দীপনার সাথে এর জন্য চেষ্টা করি। বরং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর যুগেই এখানে বার্তা পৌঁছে গিয়েছিল যার উল্লেখ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকে করেছেন। তিনি বলেন, "অনুরূপভাবে আরো কতিপয় ইংরেজ এসব দেশে আমাদের জামা'তের শুভাকাঙ্ক্ষী রয়েছে এবং এর সাথে নিজেদের সংহতি প্রকাশ করে। তারা খুব প্রশংসা করে আর এ কথা প্রকাশ করে যে, আমরা এই শিক্ষার সমর্থন করি। তিনি বলেন, অতএব ডাক্তার বেকার, যার নাম এ জর্জ বেকার ছিল, যার ঠিকানা ছিল- ৪০৪ সিসকাহানা এভিনিউ, ফিলাডেলফিয়া, আমেরিকা। রিভিউ অফ রিলিজিওন ম্যাগাজিনে আমার নাম এবং আলোচনা পাঠ করে নিজ পত্রে এই বাক্যাবলী লিখেন।" যিনি সেই প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাকে এই বেকার সাহেব লিখেন যে, "আমি আপনার ইমামের ধারণার সাথে সম্পূর্ণ একমত। তিনি ইসলামকে অবিকল সেই রূপে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছেন যে রূপে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তুলে ধরেছিলেন।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম ভাগ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২১, পৃ: ১০৬)

এরপর হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেবও নিজের এক রিপোর্টে লিখেন যে, বিদ্বেষপরায়ণ খ্রিষ্টানদের পক্ষ থেকে বহু কঠোরতা এবং বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও আমেরিকায় এই স্বল্প কয়েকদিন অতিবাহিত করে এই লেখক অনেক সাফল্য লাভ করেছে। এর জন্য আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এরপর তিনি লিখেন, এখন পর্যন্ত ২৯জন ভদ্র মহোদয় ও মহিলা এই অধমের তবলীগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন যাদের পুরো নাম নতুন ইসলামী নামসহ উপস্থাপন করা হচ্ছে। এরপর তিনি সেই বিবরণ তুলে ধরেন এবং লিখেন, এই তালিকায় প্রথম এবং দ্বিতীয় ডাক্তার জর্জ বেকার এবং জনাব আহমদ এন্ডারসন, এই দুই জন বহুকাল থেকে এই অধমের সাথে পত্র যোগাযোগ রাখতেন আর দীর্ঘদিন থেকেই তারা মুসলমান। তারা নিষ্ঠাবান মুসলমান। আমি এটি আবশ্যক মনে করি যে, তাদের নাম যেন এই তালিকায় সর্বাগ্রে রাখা হয়। (আল ফযল, ২২ শে জুলাই, ১৯২০)

এরপর যেমনটি আমি বলেছি, কতিপয় অন্যান্য লোকেরও উল্লেখ রয়েছে। এখন এই ফিলাডেলফিয়াতে, শুনেছি যে, ডাক্তার বেকার সাহেবের কবরও সন্ধান করা হয়েছে। ১৯১৮ সনে তার মৃত্যু হয়েছিল। এখানেই তাকে দাফন করা হয়েছিল। অতএব সেই যুগে, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় একশত বছর পূর্বেই এখানে আহমদীয়াতের আগমন হয়েছে। কিন্তু যাহোক এখন যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা, যেমনটি আমি বলেছি, এই শহরে আমাদেরকে একটি নয়নাভিরাম মসজিদ নির্মাণের তৌফিক প্রদান করেছেন, তাইএর মাধ্যমে এখন এক নতুন উদ্যমের সাথে এখানকার জামা'ত এবং মুবাল্লেগেরও তবলীগের এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত যার মাধ্যমে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা এবং এই বাণী চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। আর এই এলাকা শান্তি এবং সৌন্দর্যের দিক থেকে এমন এলাকায় পরিণত হবে যে, মানুষ চেষ্টা করে এই এলাকায় এসে বসবাসের জন্য আকাঙ্ক্ষী হবে। জনসংখ্যার দিক থেকে এটি আমেরিকার ষষ্ঠ বৃহত্তম শহর। যদি এই শহরে এবং এর আশেপাশের এলাকায় ইসলামের সঠিক বাণী প্রচার করা হয় তাহলে ইনশাআল্লাহ্ এদের মাঝ থেকেই সেসব লোকের সৃষ্টি হবে যারা প্রকৃত ইবাদতকারী এবং মসজিদকে আবাদকারী বা সংরক্ষণকারী হবে। আর আল্লাহ্ তা'লার ভয়ে ভীত এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত লোক হবে।

অতএব আমাদের নির্মিত প্রত্যেক মসজিদ আমাদের জন্য অনেক বড় এক চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে যে, নিজেদের অবস্থাকেও সঠিক করতে হবে, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এবং ব্যবহারিক নমুনার ক্ষেত্রেও নিজেদের অবস্থা উন্নত করতে হবে আর তবলীগের পথও উন্মুক্ত করতে হবে। শুধু এতটুকুতেই আনন্দিত হয়ে বসে পড়া উচিত নয় যে, আমরা মসজিদ নির্মাণ করে ফেলেছি। আমরা এ যুগে রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সেই নিষ্ঠাবান দাসকে মেনেছি যার মাধ্যমে ইসলামের পুনরুত্থান অবধারিত ছিল। জগতবাসীর মনমস্তিষ্ক থেকে সেই সমস্ত ভ্রান্ত ধারণাকে দূর করার দায়িত্ব ছিল যা ইসলাম সম্পর্কে সৃষ্টি হয়েছে, তা অমুসলিমদের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়ে থাকুক বা নামধারী আলেমদের ভ্রান্ত তফসীরের কারণেই সৃষ্টি হয়ে থাকুক। আর এখন এই কাজ আমাদের অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর মান্যকারীদের, যেন আমরা এই প্রেক্ষিতে নিজেদের সমস্ত চেষ্টা প্রচেষ্টা এবং শক্তি সামর্থ্যকে কাজে লাগাই, নিজেদের অবস্থা এবং ইবাদতকে যেন সেই মানে উপনীত করি যা আল্লাহ্তা'লার কাছে গ্রহণীয়, যা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বারংবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

এই মসজিদের নির্মাণে যে খরচ হয়েছে, আমাকে বলা হয়েছে যে, এখন পর্যন্ত ৮.১ মিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে। এর এক তৃতীয়াংশ জামা'ত প্রদান করেছে। বাকি বিবরণ আমি পরে উল্লেখ করব। কিছু ন্যাশনাল হেডকোয়ার্টার দিয়েছে। কিন্তু এই ৮.১ মিলিয়ন ডলার খরচ করার লাভ তখনই হবে যখন এর উদ্দেশ্যকে আপনারা পূর্ণ করবেন। আর দূরে অবস্থান করা সত্ত্বেও, যদি আপাতত এখানে কাছাকাছি বসতি না থাকে, যারাই এই শহরে বসবাস করেন, এই মসজিদকে পাঁচ বেলা আবাদ করার চেষ্টা করুন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক উপলক্ষ্যে বলেন যে, "মসজিদের আসল সৌন্দর্য ভবন বা অট্টালিকার সাথে সম্পৃক্ত নয়, বরং সেই নামাযীদের সাথে সম্পৃক্ত যারা নিষ্ঠার সাথে নামায পড়ে, নতুবা এই সমস্ত মসজিদ পরিত্যক্ত পড়ে আছে।" সে যুগে সেগুলো পতিত পড়েছিল। আর আজকালও যেগুলো আবাদ রয়েছে, সেখানে নামধারী আলেমদের ভ্রান্ত নারাবাজি সেগুলোকে শান্তির পরিবর্তে নৈরাজ্যের স্থলে পরিণত করেছে। পুনরায় তিনি বলেন, "রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর মসজিদ খুবই ছোট ছিল। খেজুরপাতা দিয়ে এর ছাউনি দেওয়া হয়েছিল। আর বৃষ্টির সময় সেই ছাউনি দিয়ে পানি পড়তো। কিন্তু সেখানে কত কাজই না হয়েছে। তিনি বলেন, মসজিদের সৌন্দর্য নামাজীদের সাথে সম্পৃক্ত। পুনরায় তিনি বলেন, মসজিদের জন্য নির্দেশ হলো তা যেন তাকওয়ার খাতিরে নির্মাণ করা হয়। " (মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ:১৭০) অতএব নিষ্ঠার সাথে নামায পড়া এবং তাকওয়ার পথে অগ্রসর হয়ে এই মসজিদকে আবাদ রাখলেই ইবাদতও গৃহীত হবে আর অমুসলিমদের মাঝে ইসলামের তবলীগ সঠিকভাবে হতে পারবে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) এক উপলক্ষ্যে বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের মসজিদে এই মানসে প্রবেশ করবে যেন পুণ্যের কথা শিখতে পারে, সে আল্লাহ্ তা'লার পথে জিহাদকারীর ন্যায় হবে। (মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩২২) অতএব এটি হলো প্রকৃত মুসলমানের উদ্দেশ্য। আজকাল ইসলামকে দুর্নাম করা হয় যে, ইসলাম জিহাদের শিক্ষা দেয়। আর মুষ্টিমেয় মুসলমানের কর্মকাণ্ডও এই দুর্নামের কারণ। কিন্তু প্রকৃত মু'মিনের কাজ হলো পুণ্য শেখা, পুণ্যের ওপর আমল করা, পুণ্যকে বিস্তৃতি দেওয়া। তাহলে যেন সে জিহাদ করছে। আর আজ এই জিহাদ করা আমাদের অর্থাৎ আহমদীদের কাজ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বারংবার আমাদেরকে পুণ্যের পথে চলার এবং তাকওয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সুতরাং এক উপলক্ষ্যে তিনি বলেন,

"এই ওসীয়্যতকে মনোযোগ দিয়ে শুনুন।" তিনি বলেন, "এই ওসীয়্যতকে মনোযোগ দিয়ে শুনুন! যারা এই জামা'তে প্রবেশ করে আমার সাথে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক রাখে, এর উদ্দেশ্য হলো যেন তারা উত্তম আচার-আচরণ ও সততা এবং তাকওয়ার উন্নত মার্গে পৌঁছে যায়। আর কোন বিশৃঙ্খলা, দুর্বৃত্তি এবং মন্দকর্ম যেন তাদের কাছে আসতে না পারে। তারা যেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে অভ্যস্ত হয়। তারা যেন মিথ্যা না বলে। তার যেন কাউকে মুখের কথায় আঘাত না করে। কোন প্রকার কষ্ট না দেয়। তারা যেন কোন প্রকার মন্দকর্মে লিপ্ত না হয়। আর কোন প্রকার দুরাচার, অত্যাচার ও বিশৃঙ্খলার ধারণাও যেন তাদের হৃদয়ে না আসে। তিনি বলেন, এক কথায় সকল প্রকার পাপ, অপরাধ, কুকর্ম এবং কু-কথা অর্থাৎ সকল প্রকার অনুচিত কাজ ও কথার যেকোন মন্দকর্ম এবং কোন প্রকার পাপের প্রকাশ যেন তাদের দ্বারা না হয়। আর সকল প্রকার প্রবৃত্তির উত্তেজনা এবং বৃথা কর্ম থেকে তারা যেন বিরত থাকে এবং পবিত্র হৃদয় ও নিরীহ হয়ে খোদা তা'লার বান্দায় পরিণত হয়। আর কোন প্রকার বিষাক্ত উপকরণ যেন তাদের মাঝে না থাকে। আর সমস্ত মানবের প্রতি সহানুভূতি যেন তাদের নীতি হয়। তারা যেন খোদা তা'লাকে ভয় করে। আর নিজেদের মুখ, হাত আর মনের চিন্তাধারাকে সকল প্রকার অপবিত্র ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী পথ এবং বিশ্বাসঘাতকতা থেকে রক্ষা করে। আর পাঁচ ওয়াক্ত নামাযকে যেন পরম নিয়মনিষ্ঠভাবে কায়েম রাখে। আর অত্যাচার, সীমালঙ্ঘন, আত্মসাৎ, ঘুষ, অধিকার হরণ এবং অবৈধ পক্ষপাতিত্ব থেকে বিরত থাকে।" অবৈধভাবে কারো পক্ষপাতিত্ব করাও মন্দ কাজ। আর মানুষের অধিকার হরণ করাও পাপ। সুতরাং এদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করা উচিত। "আর অসৎ-সঙ্গ বা মন্দ সাহচর্যে যেন না বসে।"

(মাজমুয়াযে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৬-৪৭)

বিশেষত যুবকদের এর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আর এই অসৎ বা মন্দ সাহচর্যের মাঝে বর্তমানে অনেক নিত্যনতুন মাধ্যম রয়েছে। সোশাল

মিডিয়া এবং অন্যান্য স্থানে যে সকল মন্দ বিষয়াদি রয়েছে, এগুলো সবই মন্দ সাহচর্য। এগুলো এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা উচিত।

অনেকেই পাকিস্তান থেকে এখানে এসে অভিবাসন নিয়ে বসবাস করছেন বা শরণার্থী হিসেবে এসেছেন, তাদের অনেক বেশি এদিকে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেক আহমদীর সামনে কেবল এই জগতের স্বাচ্ছন্দ এবং বাসনা থাকাই উচিত নয়। বরং পরকালের চিন্তা থাকা উচিত। সেখানকার পুরস্কার এবং কল্যাণ চিরস্থায়ী। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন,

আল্লাহ্ তা'লাও মানুষের কর্মের দিন পঞ্জিকা প্রস্তুত করেন। প্রতিদিন তার কর্ম লিপিবদ্ধ করা হয়। তিনি বলেন, অতএব মানুষেরও স্বীয় অবস্থার এক দৈনন্দিন তালিকা প্রস্তুত করা উচিত। মানুষের নিজেরও চেষ্টা করা উচিত যেন সে দৃষ্টি দেয় যে, আজ সারাদিন আমি কী কী পুণ্য করেছি এবং কী কী পাপ করেছি। কোন কোন পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছি আর কোনগুলো করিনি। তিনি বলেন, আর এর প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। শুধু প্রস্তুত করলেই হবে না বরং সে যেন এর প্রতি মনোযোগ দেয়, তাহলেই সে পুণ্যের দিকে অগ্রসর হতে পারবে আর আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে হেদায়েতপ্রাপ্ত হতে পারবে। তিনি বলেন, পুণ্যের ক্ষেত্রে কতটা অগ্রসর হয়েছ- এদিকে দৃষ্টি দাও। মানুষের আজ এবং আগামীকাল এক সমান হওয়া উচিত নয়। পুণ্যের ক্ষেত্রে কতটা উন্নতি করেছে বা অগ্রসর হয়েছে- এ ক্ষেত্রে যার আজ এবং আগামীকাল এক সমান হয়, সে ক্ষতির মাঝে রয়েছে। তিনি বলেন, যদি তা এক সমান হয় তাহলে কোন লাভ নেই, এটি ক্ষতি। মানুষ যদি খোদার মান্যকারী এবং তাঁর প্রতি পূর্ণ ঈমানদার হয় তাহলে তাকে কখনো বিনষ্ট করা হয় না।

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ১৩৭-১৩৮)

অতএব এটি অনেক চিন্তা ভাবনা করার জায়গা। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করছেন, সেজন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা আমাদের জন্য আবশ্যক। অতএব সেসব লোক, যারা নিজেদের জাগতিক ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে খোদা তা'লার অধিকারকে এবং নিজেদের ইবাদতকে ভুলে বসেছে বা এর প্রতি সেরূপ দৃষ্টি নেই যেরূপ হওয়া উচিত, তারা নিজেদের যাচাই করে দেখুক যে, আমাদের বয়আতের অঙ্গীকার কী আর আমাদের আমলের অবস্থা কী। আর যারা এখানে নতুন এসেছেন, তারাও স্মরণ রাখুন যে, জগতের মাঝে ডুবে যাওয়া উন্নতি নয় বরং ধ্বংস। আর তাদের সর্বদা এই বিষয়টিকে দৃষ্টিপটে রাখতে হবে যে, তারা যেন ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্যদানকারী হয়,মসজিদের অধিকার প্রদানকারী হয়, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের দায়িত্ব পালনকারী হয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আরো একটি উদ্বৃতি উপস্থাপন করছি। তিনি বলেন, "স্মরণ রেখো! আমাদের জামা'ত এজন্য নয় যেভাবে সাধারণ জগতবাসী জীবন যাপন করে। শুধুমাত্র মুখে বলে দিলে যে, আমরা জামা'তের অন্তর্ভুক্ত আর আমলের প্রয়োজন উপলব্ধি করলে না (তা যথেষ্ট নয়), যেমনটা দুর্ভাগ্যবশত আজ মুসলমানদের অবস্থা রয়েছে। যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তুমি কি মুসলমান? তাহলে তারা বলে, শোকর আলহামদুলিল্লাহ্। কিন্তু তারা নামায পড়ে না এবং আল্লাহ্‌র পবিত্র স্থান সমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না। তাই আমি তোমাদের কাছে শুধু এটি চাই না যে, তোমরা কেবল মুখে মেনে নিবে আর কর্মের ক্ষেত্রে কিছুই প্রদর্শন করবে না, এটি অকর্মণ্যের অবস্থা। খোদা তা'লা তা পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সংশোধনের জন্য দাঁড় করিয়েছেন। অতএব এখন যদি কেউ আমার সাথে সম্পর্ক রাখার পরও নিজের অবস্থার সংশোধন না করে আর ব্যবহারিক শক্তিবৃত্তিকে উন্নত না করে বরং মৌখিক স্বীকারোক্তিকেই যথেষ্ট মনে করে, সে নিজ কর্মের মাধ্যমে আমার অপ্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়। "

আর ব্যবহারিক শক্তিবৃত্তির উন্নতি তা-ই যেমনটি বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লারও অধিকার প্রদান করা, ইবাদতের দায়িত্ব পালন করা এবং তাঁর সৃষ্টিরও অধিকার প্রদান করা। আল্লাহ্ তা'লার বাণীকে পৃথিবীতে প্রচার করা। তিনি বলেন, তোমরা যদি নিজ আমল দ্বারা এটি প্রমাণ করতে চাও যে, আমার আগমন বৃথা, তাহলে আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কী অর্থ রইলো। আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে থাকলে আমার (আগমনের) লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে পূর্ণ কর। আর তা হলো- খোদা তা'লার সামনে নিজেদের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন কর। আর কুরআন শরীফের শিক্ষার ওপর সেভাবে আমল কর যেভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা.) করে দেখিয়েছেন আর সাহাবীরা করেছেন। পবিত্র কুরআনের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি কর এবং তার ওপর আমল কর। আল্লাহ্ তা'লার কাছে এতটুকু বিষয় যথেষ্ট হতে পারে না যে, মৌখিকভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে অথচ আমলের ক্ষেত্রে কোন উজ্জ্বলতা এবং তৎপরতা দেখা যায় না। স্মরণ রেখো! সেই জামা'ত, যা খোদা তা'লা প্রতিষ্ঠা করতে চান তা আমল ছাড়া জীবিত থাকতে পারে না। আমল না থাকলে জামা'ত জীবিত থাকতে পারে না। এটি সেই মহান জামা'ত যার প্রস্তুতি হযরত আদম (আ.) এর যুগ থেকে আরম্ভ হয়েছে। এমন কোন নবী পৃথিবীতে আগমন করেন নি যিনি এই আহ্বানের সংবাদ প্রদান করেন নি। অতএব এর যথাযথ মূল্য প্রদান কর আর এই মূল্য প্রদানের অর্থ হলো নিজের আমল দ্বারা এটি প্রমাণ করে দেখাও যে, তোমরাই সত্যবাদীদের দল। "

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭০-৩৭১)

অতএব এটি কোন সহজ কাজ নয়। অনেক উৎকণ্ঠার সাথে এদিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সর্বদা স্মরণ রাখা উচিতযে, জগত বা জগতের সম্পদ আমাদের বা আমাদের বংশধরদের স্থায়ীত্বের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। বরং উভয় জগতে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ লাভের জন্য আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করা হল স্থায়ীত্বের নিশ্চয়তা। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করা হলো স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা। আল্লাহ্ সবাইকে সে অনুযায়ী জীবন যাপন করার তৌফিক প্রদান করুন।

যেভাবে সচরাচর মসজিদের উদ্বোধনীতে মসজিদের কিছুটা বিবরণও আমি তুলে ধরি, তাই সে সম্পর্কে কিছু তথ্য এখন উপস্থাপন করছি। এই মসজিদের জমি ২০০৭ সনে ক্রয় করা হয়েছিল। এরপর ২০১৩ সনে, প্রায় ছয় বছর পর এর কাজ আরম্ভ হয়। তারপর মাঝখানে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা আসতে থাকে। বৈধ-অবৈধ যে প্রতিবন্ধকতাই ছিল, তার কারণে এই বছরে এসে এই মসজিদের কাজ শেষ হয়েছে। আর আমি যেমনটি বলেছি, ৮.১ মিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছিল, যার মাঝে স্থানীয় জামা'ত অর্থাৎ ফিলাডেলফিয়া জামা'ত দুই মিলিয়ন চার লক্ষ পয়ত্রিশ হাজারের কিছু অধিক ডলার দিয়েছে। আমেরিকার অন্যান্য জামা'তগুলো এর জন্য এক মিলিয়ন দুই লক্ষ চল্লিশ হাজারের কিছু বেশি প্রদান করেছে। আর ন্যাশনাল হেডকোয়ার্টার প্রদান করেছে চার মিলিয়ন চার লক্ষ সাতচল্লিশ হাজারের কিছু বেশি। প্রায় অর্ধেকের বেশি অংশ ন্যাশনাল হেডকোয়ার্টার থেকে দেওয়া হয়েছে। শুরুতে কেবল দুই একর জমি নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে আরো এক একর জমি ক্রয় করা হয়। এরপর ২০১৫ সনে কোন এক অমুসলিম, হয়ত খ্রিষ্টান হবে, উক্ত জমির সাথে সংলগ্ন নিজের পৌনে এক একর জমির একটি প্লট জামা'তকে দান করেন। তার যে জাগতিক উদ্দেশ্যই থেকে থাকুক, কিন্তু যাহোক তিনি তা জামা'তকে দান করে দেন। এখন এই পুরো জমির আয়তন চার একর। যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছিলাম, এখানে হাউসিং স্কীম বা ফ্ল্যাট ইত্যাদি প্রস্তুত করা যেতে পারে। এই বিল্ডিংয়ের আচ্ছাদিত অংশের আয়তন হলো একুশ হাজার চারশত বর্গফুট। তিন তলা ভবন এটি। ভূ-গর্ভস্থ অংশে একটি বাণিজ্যিক রান্নাঘর রয়েছে। মাঝের তলায় মুবাল্লিগের থাকার জন্য একটি এপার্টমেন্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। উপরের তলায় অফিস এবং লাইব্রেরী করা হয়েছে। এর দ্বিতীয় অংশটি হলো মসজিদের অংশ। এটিও দুই তলা ভবন। পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য একটি বড় হল রয়েছে যার আয়তন পাঁচ হাজার বর্গফুট। এটিকে পার্টিশন দিয়ে দুই অংশে ভাগ করা হয়েছে। প্রায় ৩৫০ জন পুরুষ, অনুরূপভাবে প্রায় ৩৫০ জন মহিলার নামায পড়ার জন্য জায়গা রয়েছে এখানে। ভবনের একটি অংশে পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক ওয়াশরুম বানানো হয়েছে। অনুরূপভাবে অন্যান্য যেসব প্রয়োজন রয়েছে তার জন্যও। বিবিধ ব্যবহারের জন্যও একটি ছয় হাজার বর্গফুট আয়তনের হলরুম রয়েছে যাতে সাতশত মানুষ বসতে পারবে, আর খেলাধূলার আয়োজনও করা যেতে পারে। এছাড়া জামা'তী দপ্তর সমূহও রয়েছে। ৪৬টি গাড়ির জন্য পাকা পার্কিংও বানানো হয়েছে। অতিরিক্ত গাড়ি হলে মোট ৮৬টি গাড়ি আসতে পারবে।

আল্লাহ্ তা'লা মসজিদ নির্মাণের যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন, যা আমি তুলে ধরেছি, আল্লাহ্ তা'লা করুন প্রত্যেক আহমদী যেন সেই উদ্দেশ্য পূর্ণকারী হয়। আর এই মসজিদ অত্র এলাকায় ইসলামের প্রকৃত বাণী পৌঁছানোর ক্ষেত্রে মাইল ফলকে পরিণত হোক। (আমীন) (আমীন)

*****❖*****❖*****❖*****

ইমামের বাণী

"আল্লাহ্‌র প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (মসীহ মওউদ-এর) সহিত যে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হইলাম, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিব।"

-ইশতেহার তাকমীলে তবলীগ, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯

দোয়াপ্রার্থী: আবুল হাসানাত, নারগিস সুলতানা, মুশতাক আহমদ,ইমতিয়ায আহমদ, জামাত আহমদীয়া ব্যাঙ্গালোর (কর্ণাটক)

জুমআর খুতবা

কুধারণা পোষণ করার অভ্যাস যদি দূর হয়, তবে সমাজের অর্ধেক ঝগড়া বিবাদের অবসান হয়ে একত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আমরা যদি চাই আমাদের ইবাদত এবং দোয়াসমূহ গৃহীত হোক তবে এর জন্য মৌলিক বিষয় হল মানুষ যেন পাপ থেকে বিরত হয়ে পুণ্য অবলম্বন করে, এটিই তাকওয়া। কেবল ধর্মবিশ্বাস কোন উপকারে আসবে না। প্রকৃত বিষয় হল আমল বা কর্ম যার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত। অতএব কেবল ইসলাম গ্রহণ করা, আহমদী হওয়া যথেষ্ট নয়। নিজেকে আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলীর অধীনস্ত করা আবশ্যক।

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, আমার সাহাবা নক্ষত্র সদৃশ। তাদের মধ্যে যাকেই অনুসরণ করবে সেই তোমাদের সঠিক পথে নিয়ে যাবে।

স্মরণ রেখো! বস্তুজগত (অর্জন করাই) যার লক্ষ্য ও নীতি অথচ সে এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত, সে খোদা তা'লার দৃষ্টিতে এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাঁর দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তিই জামাতের অন্তর্ভুক্ত যে জগতবিমুখ

যে সম্পূর্ণভাবে খোদার হয়ে যায় আল্লাহ্ তা'লা কখনও এমন ব্যক্তিকে ধ্বংস করেন না বরং তিনি নিজেই তার তত্ত্বাবধান করেন। এটি কখনও হয়নি আর হবেও না যে খোদার সত্যিকার অনুগত এবং বাধ্য হওয়ার পরও তার সন্তান ধ্বংস হয়ে যাবে।

"এই বয়আত তখনই কাজে আসতে পারে যখন ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে এবং এক্ষেত্রে উন্নতির জন্য চেষ্টা থাকবে।"

এই দুর্যোগসমূহ সামান্য কোন বিষয় নয়। এগুলোর ভবিষ্যদ্বাণী একশত বছরের পূর্বেই করা হয়েছে। এগুলো থেকে রক্ষা পাওয়ার একটাই উপায়, তাহল আল্লাহর দিকে মানুষের ফিরে আসা।

আল্লাহ্‌র কতক কথা না মানা, তাঁর সব কথাকেই বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখানোর নামান্তর।

বয়আতের পর আমাদের ওপর যে দায়িত্ব বর্তায় সে দায়িত্ব পালন করে আমরা নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন আনব, খোদার কাছে এটিই আমার প্রত্যাশা।

হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে **প্রদত্ত ২৬** অক্টোবর **, ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (২৬ ইখা , ১৩৯৭ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমাদের প্রতি এটি আল্লাহ্ তা'লার অনেক বড় অনুগ্রহ যে তিনি আমাদেরকে আপন অনুগ্রহে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে মানার সুযোগ এবং সৌভাগ্য দিয়েছেন। মহানবী (সা.) এর সেই নিবেদিত প্রাণ নিষ্ঠাবান দাসকে মানার তৌফিক দিয়েছেন, যাকে মহানবী (সা.) সম্বোধন বা স্মরণ করেছেন 'আমাদের মাহদী' শব্দের মাধ্যমে। (সুনান আদদারে কুতনী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫১, হাদীস-১৭৭৭, কিতাবুল ঈদাইন, ২০০৩ সালে দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত) এটি ভালোবাসা এবং নৈকট্য প্রকাশের পরাকাষ্ঠা, যা মহানবী (সা.) মসীহ্ মওউদ এবং প্রতিশ্রুত মাহদী (আ.) কে 'আমাদের মাহদী' বলে দান করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একদিকে যেমন তাঁর রচনাবলীতে ইসলামের সবচেয়ে মহান ধর্ম হওয়ার সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, আর আপত্তিকারীদের আপত্তি তাদের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, আজ খোদার নৈকট্য দান এবং পাপ থেকে পরিত্রাতা যদি প্রকৃত কোন ধর্ম থেকে থাকে যা অবশ্যই রয়েছে, তা হল ইসলাম। অপরদিকে তিনি নিজের মান্যকারীদের তরবিয়ত এবং শিক্ষার জন্য বহু বক্তৃতা, রচনাবলী ও বৈঠকে অগণিত দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, যা প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের জন্য পথপ্রদর্শক এবং হেদায়াতের উপকরণ।

তিনি নিজের মান্যকারীদের গভীর মর্মবেদনার সাথে বয়আতের সুবাদে যে দায়িত্ব বর্তায় তা পালন এবং প্রকৃত মু'মিন হওয়ার বিষয়ে আমাদের পথ নির্দেশনা দিয়েছেন, যা আমাদের সব সময় রীতিমত সামনে রাখা উচিত। এটি আমাদের আধ্যাত্মিক তরবীয়ত বা প্রশিক্ষণের মাধ্যম। এর মাধ্যমে আমরা ধর্ম সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারি আর এর মাধ্যমেই খোদার নৈকট্যের পথও আমরা সন্ধান করতে পারি। এর মাধ্যমেই আমরা কুরআনের রহস্য এবং গভীর তত্ব উদ্‌ঘাটন করতে পারি আর এর মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র এবং প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হতে পারি আর এর মাধ্যমে আমরা আমাদের বিশ্বাসগত অবস্থার সংশোধন করতে পারি। আর এরই মাধ্যমে আমাদের ব্যবহারিক অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারি। যদি আমরা এ ধনভাণ্ডার থাকা সত্বেও এটিকে কাজে না লাগাই তাহলে এটি চরম দুর্ভাগ্য হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর নিজের ভাষায় যে শক্তি এবং পবিত্র প্রভাব রয়েছে অন্য কারো ভাষায় সেই প্রভাব সৃষ্টি হতে পারে না আর কেনই বা হবে না, তিনি সেই ইমাম যাকে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.) এর দাসত্বে ইসলামের পুনরুজ্জীবন এবং আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনের জন্য এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা প্রেরণ করেছেন। অতএব, তাই আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে বয়আতের যে আমরা দাবি করি, তাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হল তাঁর কথাগুলো পড়া, শোনা এবং এগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করা এবং নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থাকে সেই মানে উপনীত করার চেষ্টা করা উচিত যে মান হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের কাছে প্রত্যাশা করেছেন।

এখন আমি মসীহ্ মওউদ (আ.) এর কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব যা আমাদের জীবনের কর্মপন্থা। একটি উদ্দেশ্যে বা লক্ষ্যমাত্রা তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এবং এটি স্পষ্ট করেছেন যে, এক আহমদীর মান কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। আজকের বস্তুবাদী জগতে এই কথাগুলোর গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। কেননা আমাদের কেউ কেউ এমন আছে যারা বস্তুজগতের দিকে বেশি করে ঝুঁকে পড়েছে আর ধর্মকে ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না। বিশ্বাসগত দিক থেকে আমরা আহমদী মুসলমান হিসবে পরিচয় দিই, কিন্তু ব্যবহারিক দুর্বলতা আমাদের মাঝে অনেক বেশি দেখা দিচ্ছে। এসব উদ্ধৃতির আলোকে প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মবিশ্লেষণ করতে পারে যে, আমরা কোথায়, আমরা কোন পর্যায়ে রয়েছি আর কোথায় আমাদের থাকা উচিত?

তাকওয়া কী, তাকওয়ার মাপকাঠি কি, পুণ্য কি, পুণ্যের মানদণ্ড কি হওয়া উচিত এবং আমাদের দায়িত্বাবলী কি? এ সম্পর্কে এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

"প্রকৃত তাকওয়া যার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট হন তা অর্জনের কথা বার বার আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ হে বিশ্বাসীগণ, ঈমান আনয়নকারীগণ আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর। পুনরায় এটিও বলেছেন إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّالَّذِينَ هُمْ مُّحْسِنُونَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাহায্য এবং সমর্থনে থাকেন বা তাদেরকে নিরাপত্তা দেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে। (নহল: ১২৯)

তাকওয়া বলা হয় পাপ এড়িয়ে চলাকে আর মুহসেনুন তারা হয়ে থাকে যারা কেবল পাপই এড়িয়ে চলে না বরং পুণ্য করে, পুণ্যকর্মও করে। আবার এটিও বলেছেন যে, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى (ইউনুস: ২৭) অর্থাৎ যারা সেসব পুণ্যকর্মকে যত্নসহকারে করে।

তিনি বলেন, আমার প্রতি বারংবার এই ওহী হয়েছে যে, إِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّالَّذِينَ هُمْ مُّحْسِنُونَ (নহল: ১২৯) আর এতবার হয়েছে যে আমার মাঝে গণনা করার শক্তি নাই। আল্লাহই জানেন যে হয়তো দু'হাজার বার হয়ে থাকবে। এর উদ্দেশ্য হল যেন জামাত অবগত হতে পারে যে কেবল এ কথাকেই সব কিছু মনে করা উচিত নয় যে, আমরা জামাতভুক্ত হয়েছি বা ঈমান আনার অলীক ধারণা নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া উচিত নয় । খোদার সঙ্গ ও সাহায্য তখন লাভ হবে যখন প্রকৃত তাকওয়া এবং এর সাথে পুণ্য থাকবে। তিনি বলেন, কেবল এতটুকু বিষয়ে তুষ্ট হয়ে যাওয়া কোন গর্বের বিষয় নয় । (যেমন) সে সে ব্যভিচার করে না বা সে কাউকে হত্যা করে নি, চুরি করে নি। তিনি বলেন যে, এতে কৃতিত্বের কি আছে যে, পাপ এড়িয়ে চলা নিয়ে গর্ব করে? এটি কোন (মহৎ) কিছু নয়। মন্দ কর্ম করা থেকে মুক্ত থাকার কোন গুরুত্বই নেই। তিনি বলছেন যে এমন কাজগুলো সে করে না কারণ সে জানে যে চুরি করলে আইন অনুসারে সে কারাগারে যাবে।" অর্থাৎ ধরা পড়বে, বন্দি হবে বা শাস্তি হবে। তিনি বলেন যে, "খোদার দৃষ্টিতে মন্দ কাজ এড়িয়ে চলার নামই ইসলাম নয়, (ইসলাম কেবল এতটাই নয়) বরং যতক্ষণ পাপ পরিত্যাগ করে পুণ্য অবলম্বন না করবে সেই আধ্যাত্মিক জীবনে জীবিত থাকতে পারে না। পুণ্য খোরাক স্বরূপ হয়ে থাকে যেভাবে কোন ব্যক্তি খাবার ছাড়া জীবিত থাকতে পারে না একইভাবে যতক্ষণ পুণ্য অবলম্বন না করবে সব কিছু অর্থহীন।" পাপ পরিত্যাগ করে, পুণ্য করলে তবেই আধ্যাত্মিক জীবন লাভ হয়ে থাকে।

কিছু পাপ কীভাবে মানব জীবনকে প্রভাবিত করে, যা মানুষ বুঝেও না, অনুভবও করে না কিন্তু এক সময় গিয়ে এইসব পাপের কারণেই খোদার শাস্তির শিকার হয়। এ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, কিছু পাপ বড় বড় হয়ে থাকে। যেমন মিথ্যা বলা, ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, বিশ্বাসঘাতকতা করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, অন্যের অধিকার হরণ করা, শিরক ইত্যাদি। কিন্তু কিছু পাপ এত সুক্ষ্ম হয়ে থাকে যে মানুষ এ সমস্ত পাপে লিপ্ত থেকেও বুঝে না। যৌবন থেকে বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে যায় কিন্তু সে জেনেই উঠতে পারে না যে, সে পাপ করে। পাপের ভিতর সারা জীবন কেটে যায়, ছোট ছোট পাপ হয়ে থাকে, বুঝে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি উদাহরণ দিয়েছেন। অভিযোগ অনুযোগ করার অভ্যাস, ছোট ছোট বিষয়ে দু:খ বা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা। এদিক সেদিকের কথা বলা, সে এই বলেছে বা সেই বলেছে। তিনি বলেন, "এমন মানুষ এটিকে খুবই সামান্য এবং তুচ্ছ বিষয় মনে করে। অথচ কুরআন শরীফে এটিকে অনেক বড় পাপ আখ্যায়িত করা হয়েছে। ছোট ছোট কথা বা অভিযোগ- অনুযোগ পরচর্চা-পরনিন্দায় পর্যবসিত হয়। কুরআন শরীফ এটিকে অনেক বড় পাপ আখ্যায়িত করেছে। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলছেন أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا (আল হুজরাত: ১৩) নিজের ভাইয়ের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য হয় মানুষ এমন কথা বললে আল্লাহ্ তা'লা অসন্তুষ্ট হন। আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে, তোমরা কি মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? তিনি বলেন, " আল্লাহ্ তা'লা অসন্তুষ্ট হন যখন মানুষ এমন কথা বলে যার দ্বারা নিজের ভাইয়ের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য হয় বা এমন কিছু করে যার দ্বারা তার ক্ষতি সাধন হয়।" অর্থাৎ শুধু কথাই নয় বরং সেই কথাগুলো অন্যের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। অভিযোগ অনুযোগ আরম্ভ হয়ে যায়, পরস্পরের নিন্দা করা আরম্ভ হয়ে যায় আর মানুষ এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যে পর্যায়ে পৌঁছে সে অন্যের ক্ষতি করার চেষ্টা করে।

তিনি বলেন, এক ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা যার মাধ্যমে তার অজ্ঞতা এবং নির্বোধ হওয়া প্রমাণিত হয় বা তার অভ্যাস সম্পর্কে লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্লজ্জতা করা বা শত্রুতা রাখা এগুলো সবই মন্দ কর্ম। তিনি বলেন, অনুরূপভাবে কার্পন্য, ক্রোধ এগুলো সবই মন্দ কাজ। কৃপণতা,ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে যাওয়া সবই অপছন্দনীয় কাজ। অতএব আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসারে প্রথম স্তর হল মানুষ যেন এগুলি এড়িয়ে চলে। এবং চোখ, কান, পা ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রত্যেক পাপ এড়িয়ে চলা বা যে কোন অঙ্গের মাধ্যমেই পাপ হোক না কেন সেগুলো যেন এড়িয়ে চলা কর্তব্য। কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেন- وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا অর্থাৎ যে বিষয়ের জ্ঞান নেই অনর্থক তাতে নাক গলাবে না কেননা, কান চোখ, হৃদয় এক কথায় প্রতিটি অঙ্গকে প্রশ্ন করা হবে। " মৃত্যুর পর মানুষ যখন আল্লাহ্ তা'লার কাছে যাবে এগুলোকে প্রশ্ন করা হবে। অনেক পাপ শুধু কুধারণার ফলেই সৃষ্টি হয়। কারো সম্পর্কে কোন কথা শুনে আর বিশ্বাস করে বসে" সত্যতা যাচাই না করেই। এটি অনেক বড় পাপ। যে বিষয়ের নিশ্চিত জ্ঞান এবং বিশ্বাস নেই, তা হৃদয়ে স্থান দিবে না । এটিই কুধারণা দূর করার জন্য। যতক্ষণ না দেখবে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত না হবে এমন কথাকে হৃদয়েও স্থান দেওয়া উচিত নয় আর মুখে আনাও উচিত নয়। তিনি বলেন, কত দৃঢ় এবং দ্ব্যর্থহীন কথা। অনেকেই আছে যারা ধরা পড়বে মুখের কারণে। অতএব, কুধারণা যদি দূর হয়ে যায় তাহলে আমাদের সমাজের অর্ধেক অশান্তি বিবাদ আর মনোমালিন্য দূর হয়ে ঐক্য এবং একতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এ পৃথিবীতেও চোখে পড়ে যে অনেকেই শুধু কথার কারণে বা মুখের বা জিহ্বার কারণে ধরা পড়ে এবং পরিশেষে অনেক অনুশোচনা এবং ক্ষতির মুখে তাদের পড়তে হয়। এমন কথা বলে ধরা পড়ে যা পরবর্তীতে সত্য প্রমাণিত হয়, ফলে তাদেরকে লজ্জিত হতে হয়। কুধারণা পোষণ না করাই শ্রেয়। অন্যের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ কর বা তার সম্পর্কে কোন কথা শুনলে তদন্ত করে নিও। মানুষ দুর্বল কিছু ধ্যান-ধারণা হৃদয়ে মাথাচাড়া দেয়। মানুষ যদি সেগুলোকে কাজে রূপায়িত না করে আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমাও করে দেন। আল্লাহ্ তা'লা শুধু কোন ধারণা মাথায় আসার কারণে শাস্তি দেন না বরং সেটিকে কাজে রূপ দেওয়ার কারণে মানুষ ধরা পড়ে। আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে শাস্তি দেন, সে কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'হৃদয়ে যে সমস্ত বিক্ষিপ্ত ও অগভীর চিন্তা ধারার উদ্রেক ঘটে সেগুলির জন্য কোন শাস্তি নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কারো হৃদয়ে যদি এই ধারণা জাগে যে, অমুক সম্পদ আমার হস্তগত হলে কত ভাল হত। নি:সন্দেহে এটি এক ধরণের লোভ, কিন্তু নিছক এই ধারণার কারণে কোন শাস্তি নেই যা স্বভাবগতভাবে হৃদয়ে উকি মারে। কিন্তু এমন ধারণাকে যদি হৃদয়ে বদ্ধমূল করে নেয় আর দৃঢ় সংকল্প করে আর কোন না কোন অজুহাতে সেই সম্পদ অর্জন করতেই হবে। " অন্যায়ভাবে সম্পদ হস্তগত করা অর্থাৎ যদি এই ধারণা হৃদয়ে জাগে যে আমার ট্যাক্স বা কর এত দাঁড়ায় আর এত টাকা কম পরিশোধ করলে আমার এত টাকা সাশ্রয় হবে। হৃদয়ে কোন ধারণা উকি মারলে অসুবিধা নেই। আল্লাহ্ শাস্তি দিবেন না। কিন্তু যদি এর উপর আমল করে,ট্যাক্স ফাকি দেয় সরকারের বা সত্য না বলে চাঁদার ক্ষেত্রে আয় কম দেখায় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা শাস্তি দেন এবং অনেক উদাহরণ রয়েছে। এমন মানুষের আয় উপার্জনও ধীরে ধীরে কমে যায়। আর উপার্জন কমে সেই পর্যায়ে এসে যায় যতটা সে খোদার পথে আর্থিক কুরবানী করার সময় আর সরকারের প্রাপ্য দিতে গিয়ে প্রকাশ করে। তিনি বলেন, এই পাপ তখন শাস্তিযোগ্য। অতএব, হৃদয় যখন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়, এর জন্য সে দুষ্কৃতি ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়। জগৎ পুজারীদের মাঝে জাগতিক লোভ লিপ্সার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী বা অন্যরা কোন কিছু অন্যায়ভাবে হস্তগত করার জন্য হৃদয়ে যখন সে সম্পর্কে ধারণা জাগে এরপর আমল করা আরম্ভ করে, পরিকল্পনা করতে থাকে, স্কীম হাতে নেয়। তিনি বলেন যে, এই পাপ তখন শাস্তিযোগ্য হয়ে থাকে। এমন পাপকে খুব হালকা দৃষ্টিতে নেওয়া হয়, আর এসব মানুষের ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। বড় বড় এবং প্রকাশ্য পাপ প্রায়শঃ মানুষ এড়িয়েই চলে। তিনি বলেন, অনেকেই এমন থাকবে যারা কখনও কাউকে হত্যা করে নি, খুন করে নি বা সেঁধ কাটেনি কারো ঘরে, চুরি করে নি বা ডাকাতিও করেনি বা এই ধরণের বড় পাপ করে নি। কিন্তু প্রশ্ন হল এমন মানুষ ক'জন আছে যারা কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেনি, কারো অবর্তমানে নিন্দা করে নি বা কু-ধারণা পোষণ করেনি, এমন মানুষ ক'জন আছে? বা নিজের কোন ভাইয়ের অসম্মান করে তাকে কষ্ট দেয় নি, কারো আবেগ অনুভুতিতে আঘাত করে নি, এমন মানুষ ক'জন আছে? বা মিথ্যা বলার পাপ করে নি বা মনে নোংরা চিন্তাকে স্থান দেয় নি? মিথ্যারও অনেক ধরণ এবং প্রকার ভেদ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে বলেছেন বা মু'মিনকে বলেছেন যে, তুচ্ছ কোন মিথ্যাও বলবে না, তোমার প্রতিটি কথা সত্য হওয়া উচিত। তিনি বলেন, " বা অন্ততপক্ষে এই ধারণা হৃদয়ে জেগেছে তারপর সে আমল করেনি। হৃদয়ে যে ধারণাই জাগে সেগুলোর ওপর আমল করে না এমন মানুষ কয়জন আছে। তিনি বলেন, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, এমন মানুষ খুব কমই হবে যারা এসব কথার বিষয়ে সজাগ বা সচেতন যারা কাউকে কোন দু:খ দেয়নি কষ্ট দেয়নি, অভিযোগ করে নি, কু ধারণা পোষণ করে নি, মিথ্যা

বলে নি। হৃদয়ে নোংরা কোন ধারণাকে স্থান দেয় নি এমন মানুষ খুব কমই হবে। তিনি বলছেন, যারা এসব বিষয়ে সচেতন এবং সজাগ যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে এমন মানুষ কমই। এইসব এজন্য করে যে তারা খোদাকে ভয় করে। তিনি বলছেন, বহু এমন মানুষ দেখবে যারা প্রায় সময় মিথ্যা বলে। তাদের বৈঠকে সব সময় অন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুযোগই শুনা যায়, তারা বিভিন্নভাবে নিজের দুর্বল ভাইদের দু:খ- কষ্ট দেয়। এখন আপনারা আপনাদের বৈঠককে বিশ্লেষণ করুন, নিজেরাই এদিকে দৃষ্টিপাত করুন, দেখবেন যে, সেখানে বসে অন্যের দুর্বলতা বর্ণনা করা হয়। হাসি ঠাট্টা করা হয়, ছোট ছোট কথা সামনে আনা হয়, হাসিবিদ্রুপ করা হয় আর এ কারণে তখন মনমালিন্য দেখা দেয়। তো এই হল পুণ্যের মান, এগুলোকে বর্জন করতে হবে এড়িয়ে চলতে হবে। এগুলি থেকে বিরত থাকাই মু'মিনের জন্য বাঞ্ছনীয়।

তিনি আরো বলছেন যে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, প্রথম স্তর বা প্রথম পর্যায় হল মানুষের তাকওয়া অবলম্বন করা। তিনি বলছেন যে, এখন আমি পাপের খুটি নাটি বর্ণনা করতে পারব না, কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আদেশ নিষেধ এবং খোদা তা'লার নির্দেশাবলীর ভিতরে বিশদ বিবরণ রয়েছে, কি করতে হবে, কি বর্জন করতে হবে। এর বিষদ বিবরণ কুরআনে রয়েছে আর মু'মিনকে কুরআন পড়া উচিত আর বুঝা উচিত।বিভিন্ন নির্দেশের বেশ কয়েকশত শাখা বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে বলব যে, পৃথিবীতে নৈরাজ্য ছড়াবে তা খোদা তা'লার আদৌ পছন্দ না। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে একত্ববাদের বিস্তার চান কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের ভাইকে দু:খ দেয়, অন্যায় করে, বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে ঐক্যের শত্রু। তার দ্বারা ঐক্য হতে পারে না, ভালবাসা সৃষ্টি হতে পারে না, ভ্রাতৃত্ব বোধ সৃষ্টি হতে পারে না। তিনি বলেন, "সে ঐক্যের বা একতার শত্রু, যতক্ষণ এমন কুধারণা হৃদয় থেকে দূর না হবে কখনও সত্যিকার ঐক্য সৃষ্টি হতে পারে না। এই কারণেই এটিকে প্রথমে রাখা হয়েছে। জামা'ত গঠনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হল ঐক্য সৃষ্টি হওয়া, একতা সৃষ্টি হওয়া। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর আগমণের উদ্দেশ্য এটিই আর এই উদ্দেশ্যই ছিল প্রতিশ্রুত মাহদীর আসার। অর্থাৎ মুসলমানদেরকে এক হাতে সমবেত করা, ঐক্যবদ্ধ উম্মতের রূপ দেওয়া। পুনরায় তিনি বলেন, সচরাচর এটিও দেখা গেছে যে, অধিকাংশ মানুষ কোন বৈঠকে বসে যখন এমন কথা শুনে তাদেরঅন্তর প্রভাবিত হয় তারা এটিকে ভাল মনে করে অর্থাৎ পুণ্যের কথা যখন বলা হয় যখন খুতবা দেওয়া হয়, মানুষ বসে আছে শুনছে, হৃদয় অনেকেরই প্রভাবিত হয়। অধিকাংশ মানুষের মন প্রভাব গ্রহণ করে, অনেকেই লেখে কিন্তু যখন সেই বৈঠক বরখাস্ত হয় বা তারা সেখান থেকে গিয়ে বন্ধুবান্ধবের সাথে মিলিত হয় তখন একই অবস্থা তাদের মাঝে বিরাজ করে আর শোনা কথাগুলি নিমেষেই ভুলে যায়। " পুণ্যের যে কথা সে শুনে আসে তা ভুলে যায়। এই কারণে আমি বলি ভুলার পূর্বেই আবার স্মরণ করানো উচিত এবং সেই কথাগুলি সামনে তুলে ধরা উচিত। তিনি বলেন, সেই পূর্বের কর্মপন্থায় ফিরে যায়। এটিকে বর্জন করা উচিত। যাদের সাহচর্য বা বৈঠকে এমন কথা হয় সেগুলো থেকে পৃথক হওয়া আবশ্যক। একই সাথে এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, এসব পাপের খুটি নাটির জ্ঞান থাকা উচিত। কেননা মানুষ কোন বস্তুর আকাঙ্খা করলে সে বিষয়ে তার জ্ঞান থাকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অর্থাৎ কোন বস্তুর যদি বাসনা থাকে কোন মানুষের আর তার চাহিদা থাকে তাহলে এর জন্য আবশ্যক হল তার জ্ঞান অর্জন করা যে সেই বস্তুটি কি, এটি কি ভাল না মন্দ এর ভাল দিক সম্পর্কেও জানা থাকা উচিত এর মন্দ দিকও। যদি মন্দ হয় তা ছেড়ে দেওয়া উচিত আর যদি ভাল হয় তাহলে সেটিকে অবলম্বন করা উচিত।

"যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বস্তুর জ্ঞান না থাকবে তা কীভাবে অর্জন করা সম্ভব হতে পারে? কুরআনে বার বার এর বিশদ বিবরণ এসেছে, তাই বার বার কুরআনে করীম পড় আর তোমাদের উচিত পাপ বা অপছন্দনীয় কাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ কর, এরপর খোদার ফযল এবং অনুগ্রহে এসব পাপ এড়িয়ে চলার চেষ্টা কর। এটি তাকওয়ার প্রথম ধাপ। (পাপ বর্জন করা বা পাপ এড়িয়ে চলা।)যদি এমন চেষ্টা কর তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে সুযোগ দিবেন, তৌফিক দিবেন (পাপ এড়িয়ে চলার) পাপ বর্জনের আর সেই কাফুরী পানীয় বা শরবত তোমাদেরকে দেওয়া হবে যার মাধ্যমে তোমাদের পাপের প্রতি আকর্ষণ স্তমিত হয়ে যাবে।" কাফুর সম্পর্কে হাকীমরা বলে যে দুর্বার আকর্ষণ ও আবেগ অনুভুতিকে স্থমিত করার জন্য ঔষধেও এটি ব্যবহার হয়ে থাকে। এখানে আধ্যাত্মিক ব্যধির ক্ষেত্রে তিনি এর দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ পাপ যদি এড়িয়ে চল, বর্জন কর এটি তোমাদের জন্য কাফুরী শরবত বা কাফুরী পানীয় এর ভূমিকা পালন করবে, যার ফলে তোমাদের পাপ কমে যাবে এবং এক পর্যায়ে দূরীভূত হবে। "এরপর শুধু পুণ্যই সাধিত হবে। যতক্ষণ না মানুষ মুত্তাকী হয় এই পানীয় তাকে দেওয়া হয় না, না তার ইবাদত এবং দোয়ায় গ্রহণযোগ্যতার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়। " তোমরা যদি চাও ইবাদত এবং দোয়া গৃহীত হোক তাহলে মৌলিক বিষয় হল মানুষের পাপ থেকে বিরত হওয়া, পাপ বর্জন করা আর পুণ্য অবলম্বন করা। এই তাকওয়াই হল দোয়া কবুলিয়তের জন্য আবশ্যকীয় শর্ত। কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলছেন إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ নি:সন্দেহে আল্লাহ তা'লা মুত্তাকীদের ইবাদতকেই গ্রহণ করেন। (আল মায়েদা: ২৮) এটি পরম সত্য কথা যে নামায, রোযা ও মুত্তাকীদেরই গৃহীত হয়, মুত্তাকীদের নামায রোযা গ্রহীত হয়। এইসব ইবাদত গৃহীদ হওয়া কি, এর অর্থ কি এর ব্যাখ্যা কি? তিনি বলেন, নামায গৃহীত হওয়ার অর্থ হল নামাযের ফলাফল এবং কল্যাণরাজী নামাযির মাঝে সৃষ্টি হওয়া। যতক্ষণ সেটি সৃষ্টি না হবে এটি নিছক ঠোকর মারা বৈ কি। এই নামায এবং রোযার লাভ কি, যখন কোন মসজিদে নামায পড়ে সেখানেই কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ ও অনুযোগ উত্থাপন করল। মানুষ জিজ্ঞেস করে যে আমরা কিভাবে বুঝব যে আল্লাহ ইবাদত গ্রহণ করলেন বা গ্রহণ করলেন না? এর লক্ষণ হল নামায ও ইবাদতের পর দেখতে হবে যে বড় এবং ছোট পাপ আমাদের জীবন থেকে দূরীভূত হচ্ছে কি না এসবের প্রতি বিতৃষ্ণা বৃদ্ধি পাচ্ছে কি না, পুণ্যের প্রতি মনোযোগ বাড়ছে কি না, সত্যের প্রতি পদচারণা হচ্ছে কি না। যদি না হয় তাহলে মসীহ মওউদ (আ.) বলছেন যে, এগুলো নিছক মাথা ঠোকা বৈ কি। তিনি বলেন, মসজিদে নামায পড়েই অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ, অনুযোগ আরম্ভ করে দেয়, কুধারণা পোষণ আরম্ভ করে, বিশ্বাসের মর্যাদা পদদলিত করে। কোন বৈঠক আমানত হয়ে থাকে। ওহদেদারদের বিশেষ করে এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। জামাতী মজলিসের কথা বা মিটিং এর কথা না ঘরে বলা উচিত না বাইরের কোন ব্যক্তিকে। এটি কঠোর ভাবে মেনে চলা উচিত। অনেক ফেতনা বা অশান্তি এই কারণেই মাথাচাড়া দেয়, কারণ যে সমস্ত বিষয় গোপন রাখা কর্তব্য, সেগুলো বাইরে বেরিয়ে আসে। কারো পদমর্যাদাকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখা আরম্ভ করে মানুষ। কারো সম্মানে হামলা করে বসে, যদি এমন পাপ এবং অন্যায়ে সে লিপ্ত হয় তাহলে নামায তার কি-ই বা উপকার করল?

অনেক যুবক আছে আমি ব্যক্তিগতভাবেও জানি, অনেকে লিখেও, তারা কোন পদধারী বা জৈষ্ঠ্যদের এমন আচরণ দেখে জামা'ত থেকে ধীরে ধীরে দূরে চলে যায়, মসজিদ থেকে দূরে যেতে যেতে ইবাদতই ছেড়ে দেয়। এরপর খোদা থেকেও দূরে চলে যায়। তাই এমন নামায কেবল নামাযীদেরই যে কোন কাজে আসে না তা নয় বরং অনেকে এরফলে ক্ষতিগ্রস্তও হয়। অতএব, যদি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের তরবিয়ত করতে হয় তাহলে সর্বপ্রথম জৈষ্ঠ্যদের আর পদধারীদের উচিত নিজেদের মাঝে তাকওয়া সৃষ্টি করা। তিনি বলেন, যে মু'মিন হতে চায় তার জন্য প্রথম স্তর এবং প্রথম বাধা হল পাপ বা অন্যায় এড়িয়ে চলা, আর এটিই তাকওয়া।

আরেক জায়গায় তিনি বলছেন, এটিও স্মরণ রেখো যে, বড় বড় পাপ এড়িয়ে চলার নামই তাকওয়া নয় বরং সুক্ষ্মাতি সুক্ষ্ম পাপ এড়িয়ে চলা উচিত। যেমন হাসি ঠাট্টার মজলিস যেখানে অন্যকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা হচ্ছে বা এমন বৈঠকে বা মজলিসে বসা যেখানে আল্লাহ্ এবং রসূলের অসম্মান ও অবমাননা হয় বা তার ভাইয়ের সম্মানের ওপর হামলা হয়। তাদের সুরে সুর না মেলালেও আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এমন বৈঠকে অংশগ্রহণকারী মানুষের কথা শুনাও অপছন্দনীয়? কথাবার্তায় যোগ না দিলেও এমন কথা কেন শুনল?এটি তাদের কাজ যাদের হৃদয় ব্যধিগ্রস্থ, তাদের হৃদয়ে যদি পাপের বিরুদ্ধে পুরো সচেতনতা থাকত তাহলে তারা কেন এমনটি করত আর বৈঠকে গিয়ে কেন তারা এমন কথা শুনত? তিনি আবার বলছেন যে, এটিও স্মরণ রেখো, যে এমন কথা যে করে এবং যে শুনে তাদের উভয়ই সমান হয়ে থাকে। যারা এমন কথা বলে তারা স্পষ্টভাবে শাস্তিযোগ্য বা ধরা পড়ার যোগ্য। কেননা তারা পাপ করেছে। কিন্তু যারা নীরবে বসে থাকে, এমন কথা শুনে তারাও সেই পাপের কুফল ভোগ করবে। তিনি বলেন যে, আমার কথার এই অংশটকু গভীর মনোযোগ সহকারে শুনে হৃদয়ে স্থান দাও। কুরআনকে বার বার পড়ে চিন্তা কর, এটি আল্লাহর নির্দেশ তাই এটি যত্নসহকারে স্মরণ রাখার বিষয়।

তাই অন্যায় কথা শুনে যারা সেখানে নীরবে বসে থাকে আর উপভোগ করার জন্য যারা কথা শুনে তারাও খোদার দরবারে জবাবদিহিতার সম্মুখিন হবে। এই কথার আরও ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। একজন মু'মিন পাপ করেনি বলে সে খুব আনন্দিত হয় না। পূর্বেই এর উল্লেখ এসেছে। অন্যান্য ধর্মের ভদ্র ব্যক্তিরা বরং তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ্য শ্রেণি এমন যারা পাপ করে না। হিন্দু, খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মের মাঝে এমন অনেক মানুষ দেখা যায় যারা কতক পাপ করে

না। যেমন কেউ কেউ এমন আছে যারা মিথ্যা বলে না, অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ হরণ করে না, ঋণ করে অস্বীকার করে না বরং ফেরত দেয়, লেনদেনের ক্ষেত্রেও সৎ হয়ে থাকে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলছেন কেবল এতটুকু করলেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন না। পাপ থেকে বিরত হওয়া উচিত। এছাড়া মুক্তি নেই। যে এটি নিয়ে অহংকার করে যে, সে পাপ করে না, এমন ব্যক্তি নির্বোধ। ইসলাম মানুষকে কেবল এই পর্যায়ে পৌঁছিয়ে ছেড়ে দেয় না বরং উভয় দিক পূর্ণ করাতে চায় অর্থাৎ পাপ সম্পূর্ণরূপে পরিহার কর পুণ্য পুরো আন্তরিকতার সাথে কর। এই উভয় কাজ যতক্ষণ না করবে সিদ্ধি লাভ হতে পারে না।"

(মালফুযাত,৮ম খণ্ড,পৃ:৩৭৮)

তিনি বলছেন আমি পুনরায় জামা'তকে জোর দিয়ে বলছি যে তোমরা তাকওয়া এবং পবিত্রতার ক্ষেত্রে উন্নতি কর তাহলে খোদা তা'লা তোমাদের সাথে থাকবেন। إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ (নহল:১২৯) নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের সাথে রয়েছেন যারা তাকওয়ার রাস্তা অবলম্বন করেছে এবং যারা সৎকর্মশীল এবং যারা সুন্দরভাবে সৎকর্ম করে। তিনি বলেন, ভালভাবে স্মরণ রেখো, যদি তাকওয়া অবলম্বন না কর আর আল্লাহ যে নেকী বা পুণ্য পছন্দ করেন তা থেকে যদি প্রভুত অংশ না নাও তাহলে আল্লাহ্ তা'লা সর্ব প্রথম তোমাদেরকে ধ্বংস করবেন, কেননা তোমরা এক সত্য গ্রহণ করেছো, এরপর কার্যত সেটিকে অস্বীকার করেছ অর্থাৎ যুগ ইমামকে তোমরা মেনেছো, দাবি করেছো যে আমরা অন্য মুসলমানদের চেয়ে উত্তম আর পুণ্যের পথের পথিক, কিন্তু কার্যত যদি তাকওয়া না থাকে তাহলে এটিকে অস্বীকার করার নামান্তর। এই কথার ওপর আদৌ ভরসা করবে না বা গর্বিত হয়ো না যে, আমরা বয়আত করেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ তাকওয়া অবলম্বন না করবে, আদৌ রক্ষা পাবে না। আল্লাহ্ তা'লা কারো আত্মীয় নন আর কাউকে তিনি অন্যায় ছাড়ও দেওয়া পছন্দ করেন না। যারা আমার বিরোধী তারাও তাঁরই সৃষ্টি আর তোমরাও তাঁরই সৃষ্টি।" বিরোধিরাও খোদারই সৃষ্টি আমরাও একই খোদার সৃষ্টি। "শুধু বিশ্বাস আদৌ কোন কাজে আসবে না, যতক্ষণ তোমাদের কথা এবং কর্মে সামঞ্জস্য না থাকবে। অন্যান্য মুসলমানদের বিশ্বাসও একই যে আল্লাহ্ এক, মহানবী (সা.) খাতামান্নাবীঈন, কুরআন শেষ শরীয়তের গ্রন্থ। এ বিশ্বাস আমাদেরও আর তারাও লালন করে। কিন্তু কথা এবং কর্মে যদি বিরোধ থাকে তাহলে কেবল বিশ্বাস কাজে দিবে না। আসল বিষয় হল কর্ম যার জন্য চেষ্টা করা উচিত আমাদের। অতএব, না ইসলাম গ্রহণ করা যথেষ্ট, না আহমদী হওয়া যথেষ্ট। নিজেকে খোদার নির্দেশের অধিনস্ত করা আবশ্যক আর প্রকৃত মু'মিন হওয়া আবশ্যক, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে যার প্রত্যাশা রাখেন।

তিনি আরো বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা চান তোমরা ব্যবহারিক সততা এবং তাকওয়া প্রদর্শন কর, (কার্যত সত্যতা প্রকাশ কর,) যেন তিনি তোমাদের সাথে থাকেন। দয়া, উন্নত চরিত্র, অনুগ্রহ, পুণ্য কর্ম, সহানুভূতি, নম্রতা ও বিনয়ের ক্ষেত্রে যদি ত্রুটি থাকে তাহলে আমি জানি আর বার বার বলেছি যে, সর্ব প্রথম এমন জামা'তই ধ্বংস হবে। তিনি বলেন, মূসা (আ.) এর সময় যখন তার উম্মত খোদার নির্দেশাবলীকে গুরুত্ব দেয় নি তখন যদিও মুসা তাদের মাঝে বিদ্যমান ছিলেন তা সত্ত্বেও বজ্রাঘাতের মাধ্যমে তাদের ধ্বংস করা হয়েছে।" (মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৪৪-১৪৫, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ) তিনি বলেন তোমরা কি মনে কর যে, আমার হাতে বয়আত করে তোমরা রক্ষা পাবে!

এরপর ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার নসীহত করতে গিয়ে তিনি সাহাবীদের দৃষ্টান্ত দেন এবং বলেন এই অবস্থা মানুষের মাঝে সৃষ্টি হওয়া সহজ বিষয় নয় যে, ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিবে। তিনি বলছেন, সাহাবীরা যে আদর্শ দেখিয়েছেন, তা কি ছিল? খোদার পথে তাঁরা প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। অতএব এ অবস্থা মানুষের মাঝে সৃষ্টি হওয়া সহজ বিষয় নয় যে, তারা খোদার পথে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। কিন্তু সাহাবীরা এই কর্তব্য পালন করেছেন। যখন তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে এই পথে জীবন বিসর্জন দাও তখন তারা বস্তু জগতের দিকে ঝুকেন নি। তাই তোমাদের জন্য আবশ্যক হল ধর্মকে জাগতিকতার প্রাধান্য দেওয়া।

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২৯৭, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

আজকাল আমি সাহাবীদের জীবনী তুলে ধরছি, অদ্ভুত সব ঘটনাবলী সামনে আসে, কত বিস্ময়কর কুরবানী তারা দিতেন, কীভাবে নিজেদের মাঝে পুণ্য সৃষ্টি করতেন, তাকওয়ার ক্ষেত্রে তারা কত অগ্রগামী ছিলেন আর তাদের ইবাদতের মান কতই না উন্নত ছিল। এই খুতবা প্রদানের উদ্দেশ্য হল, যেন আমাদের সামনে তাদের কর্মপন্থা এসে যায়, যাদের সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন যে, আমার সাহাবীরা নক্ষত্র তুল্য, তাদের যাকেই অনুসরণ করবে তিনি তোমাকে সঠিক পথের দিকে নিয়ে যাবেন। (মিরকাতুল মাফাতিহ, শারাহ মিশকাতুল মাসাবিহ, খণ্ড-১১, পৃ: ১৬২)

তাই তাঁরা আমাদের জন্য আদর্শ। তিনি বলছেন স্মরণ রেখো! যার রীতি বা কর্মপন্থা হল বস্তু জগৎ অর্থাৎ বস্তু জগতের পিছনে যে ছুটে এরপর এই জামা'তভুক্ত হয় আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সে জামা'ত ভুক্ত নয়। আল্লাহ্র দৃষ্টিতে কেবল সেই ব্যক্তিই জামা'তভুক্ত যে জাগতিকতার ক্ষেত্রে সম্পর্ক ছিন্ন করে।" এর ব্যাখা তিনি করছেন যে, কেউ যেন এই কথা মনে না করে যে, এর ফলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব। এটি খোদা প্রাপ্তির পথ থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার মত ধ্যান ধারণা। অর্থাৎ বস্তু জগতের পিছনে যদি আমি না যাই তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব। যে সম্পূর্ণভাবে খোদার হয়ে যায় আল্লাহ্ তা'লা কখনও এমন ব্যক্তিকে ধ্বংস করেন না বরং তিনি নিজেই তার তত্ত্বাবধান করেন। আল্লাহ্ তা'লা বড় সম্মানিত এবং বদান্যশীল। তাঁর পথে যে কিছু হারায় সেই সব কিছু পায়। আমি সত্য সত্যই বলছি আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেই বেশি ভালোবাসেন। তাদের সন্তান সন্ততি বরকতময় হয়ে থাকে যারা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মেনে চলে, এটি কখনও হয়নি আর হবেও না যে খোদার সত্যিকার অনুগত এবং বাধ্য হওয়ার পরও তার সন্তান ধ্বংস হয়ে যাবে। এই বস্তু জগৎ তাদেরই ধ্বংস হয়, যারা আল্লাহ্ তা'লাকে পরিত্যাগ করে বস্তু জগতের পিছনে ছুটে। এটি কি সত্য কথা নয় যে সব বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ আল্লাহ্ তা'লার হাতে তিনি ব্যতিত কোন মামলা জয় করা যেতে পারে না, কোন সাফল্য অর্জন হতে পারে না, কোন প্রকার সুখ স্বাচ্ছন্দ লাভ হতে পারে না। তিনি বলেন, সম্পদ লাভ হতে পারে, কেউ সম্পদশালী হতে পারে কিন্তু এটি কে বলতে পারে যে, তার মৃত্যুর পড়ে এই সম্পদ বা টাকা পয়সা স্ত্রী সন্তানের কাজে আসবে। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে আসে যেখানে তাদের ধনসম্পদ মৃত্যুর পর লুঠপাট হয়ে যায়, হারিয়ে যায়। তিনি বলেন, এসব কথা নিয়ে চিন্তা কর, নিজেদের মাঝে নতুন পরিবর্তন আন।

তিনি আরো বলেন যে, এখন পর্যন্ত জামা'তের যে প্রশংসা করা হয় বা আহমদীদের যে প্রশংসা করা হয় তার নেপথ্যে খোদা তা'লার 'সাত্তারি' (দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা) বৈশিষ্ট্য ক্রীয়াশীল রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লাই দুর্বলতা ঢেকে রাখছেন, সে কারণেই হচ্ছে। কিন্তু যখন পরীক্ষা এসে মানুষকে উলঙ্গ করে দেখিয়ে দেয়, তখন হৃদয়ে যে ব্যাধি থাকে তা পুরো প্রভাব বিস্তার করে মানুষকে ধ্বংস করে দেয়।

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৯৭-২৯৮, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

তিনি তাঁর নিজের যুগের কথা বলছেন। সেই সময় তাকওয়া এবং পুণ্যের মান আজকের চেয়ে অনেক উন্নত ছিল। কিন্তু তাঁর হৃদয়ে তখনও ছিল এক বেদনা, এক ব্যকুলতা। আজ আমরা নিজেদের অবস্থা দেখে আমরা নিজেরাই বিশ্লেষণ করতে পারি যে, আমাদের অবস্থা কি এবং কেমন। আমাদের দাবি কি এবং আমাদের পুণ্যের মানটা কি। সত্যিকার মু'মিন কে? এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন-

"নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ যে, সেই ব্যক্তিই খোদার মু'মিন এবং বয়আতকারীদের অন্তর্ভুক্ত, যে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়, যেভাবে বয়আতের সময় সে বলে যদি জাগতিক সার্থকে সে উদ্দেশ্যকে অগ্রাধিকার দেয় তাহলে সে অঙ্গীকারকে ভঙ্গ করে আর খোদার দৃষ্টিতে সে অপরাধী গণ্য হয়। তিনি বলেন নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো! যতক্ষণ মানুষের ব্যবহারিক অবস্থার সংশোধন না হবে তার দাবি কোন মূল্য রাখে না। এটি শুধু মৌখিক দাবি মাত্র। সত্যিকার ঈমান সেটিই, যা হৃদয়ে প্রবেশ করে এবং তার কর্মকে নিজের প্রভাবে রাঙিয়ে তোলে। সত্যিকার ঈমান আবুবকর এবং অন্যান্য সাহাবীদের ঈমান ছিল। কেননা যারা খোদার পথে শুধু নিজেদের সম্পদ নয় বরং জীবনও উৎসর্গ করেছেন আর এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন নি।..."

তিনি বলেন, "আমার সব সময় মনে এই চিন্তা উঁকি দেয় আর মহানবী (সা.) এর মাহাত্মের ছাপ হৃদয়ে সৃষ্টি হয়। কত আশিসমণ্ডিত সেই জাতি ছিল আর তাঁর পবিত্র আধ্যাত্মিক প্রভাব কত শক্তিশালী ছিল যাসেই জাতিকে এই পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে। একটু ভেবে দেখ! তিনি তাদেরকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছিয়েছেন। একটি সময় এমন ছিল যখন সকল নিষিদ্ধ বিষয়াাদি তাদের জন্য মাতৃদুগ্ধের মত ছিল। সকল পাপ করত। চুরি, মদ্যপান, ব্যভিচার, দুরাচার, পাপাচার সবকিছুই করত। এমন কোন পাপ ছিল না যা তাদের মাঝে ছিল না কিন্তু মহানবী (সা.)-এর সাহচর্যের কল্যাণে এবং তরবিয়তের ফলে তাদের ওপর সেই প্রভাব পড়েছে। তাদের ব্যবহারিক অবস্থায় সেই পরিবর্তন এসেছে যে, স্বয়ং মহানবী (সা.) এর স্বাক্ষ্য দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, 'আল্লাহ আল্লাহ ফি আসহাবী'। অর্থাৎ মনুষত্বের পোশাক খুলে ফেলে

খোদা তা'লার বিকাশস্থল হয়ে গেছেন। তাদের অবস্থা ফেরেশতা সদৃশ হয়ে যায়। يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ (নহল: ৫১) অর্থাৎ যা বলা হত তাই তারা করত'- এর পরিপুরণ স্থল তারা হয়ে যান। সাহাবীদের অবস্থা অবিকল এমনটি হয়ে যায়। তাদের আন্তরিক ইচ্ছা এবং প্রবৃত্তির কামনা বাসনা সম্পূর্ণভাবে দূরীভুত হয়ে যায়।

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২৯৬-২৯৭, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

বয়আত করার পর এক আহমদীর কেমন হওয়া উচিত, কীভাবে তার দৃঢ় সম্পর্ক জামা'তের সাথে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং তাঁর (আ.) যুগে তাঁর নিজের সাথে হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'আমার পর খেলাফতের ধারা সূচিত হবে। এই ধারা হবে নিরবিচ্ছিন্ন, তোমরা এর সাথে সম্পৃক্ত থেকো।

তিনি বলেন যে শাখার বৃক্ষের সাথে সম্পর্ক থাকে না, অবশেষে তা শুকিয়ে নীচে পড়ে যায়। যে ব্যক্তির মাঝে জীবন্ত ঈমান থাকে সে বস্তু জগতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। বস্তু স্বার্থ সকল অর্থেই সিদ্ধি হয়। ধর্মকে জাগতিকতার ওপর যে প্রাধান্য দেয় সেই কল্যাণমণ্ডিত কিন্তু যে বস্তু জগতকে ধর্মের ওপর প্রাধান্য দেয় সে এক লাশের ন্যায়, যে কখনও প্রকৃত সাহায্যের চেহারাও দেখে না। এ বয়আত তখন কাজে লাগতে পারে যদি ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া হয় আর সেই ক্ষেত্রে উন্নতির চেষ্টা থাকে। বয়আত একটি বীজমাত্র, যা আজকে বপন করা হয়েছে। যদি কোন কৃষক কেবল ভূমিতে বীজ বপন করাকেই যথেষ্ট মনে করে। বীজ বপন করেই মনে করে সব কিছু ঠিক আছে আর ফল লাভের জন্য অবশ্য পালনীয় দায়িত্বের কোনটি যদি পালন না করে, জমির চাষবাস না করে, পানি সিঞ্চন না করে আর যথা সময়ে সঠিক সার না দেয় আর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ না করে তাহলে কৃষক কি কোন ফলের আশা রাখতে পারে? " এটিও কৃষিপ্রধান অঞ্চল, অনেক নবাগত যারা এখানে শরণার্থী হিসেবে এসেছেন বা 'এসাইলাম' নিয়েছেন তাদের অনেকেই গ্রাম থেকে এসেছেন। তারা জানেন যে, বীজ বপনের পর যদি ফসলের সঠিক পরিচর্যা না করা হয় তাহলে ফল ধরে না। এখানে নবাগতদের উদ্দেশ্যে আমি বলব, আল্লাহ্ তা'লা এখানে আপনাদের পরিস্থিতির উন্নতি ঘটিয়েছেন, ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছেন, ইবাদতের দায়িত্ব আপনারা পালন করতে পারেন। স্বাধীনভাবে নিজের ধর্ম প্রচার এবং প্রকাশ করতে পারেন। তাই সব আহমদী যারা এখানে এসেছেন, বিশেষ করে পাকিস্তান থেকে যারা এসেছেন, তাদের উচিত ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। আর খোদার নির্দেশাবলী মেনে চলার জন্য নিজেদের সর্বশক্তি কাজে লাগান।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, যদি বাগানের বা ফসলের সঠিক পরিচর্যা না করে "তবে এমন ব্যক্তির ক্ষেত অবশ্যই ধ্বংস হবে। কেবল তারই ক্ষেত থাকবে যে কৃষকের কাজ পুরোপুরি করবে। অতএব, এক প্রকার বীজ আজ আপনারাও বপন করেছেন।" অর্থাৎ যারা তাঁর সামনে ছিল তাদেরকে তিনি বোঝাচ্ছেন আর এর লক্ষ্য আজকে আমরা। আমরাও সেই বীজ বপন করেছি, আহমদীয়ত গ্রহণ করেছি। "আল্লাহ্ তা'লাই ভাল জানেন কার অদৃষ্টে কি লেখা আছে। কিন্তু সৌভাগ্যবান তারা যারা এই বীজকে সুরক্ষিত রাখবে এবং ব্যক্তিগতভাবে উন্নতির জন্য দোয়া করা অব্যাহত রাখবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নামাযে এক প্রকার পরিবর্তন আসা উচিত।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৭-৩৮, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

নামাযের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত। আমরা মসজিদ নির্মাণ করে নেওয়াকেই যথেষ্ট মনে করে বসলে হবে না। মসজিদ নির্মাণ করলে তার অধিকার প্রদান করার প্রতিও সচেষ্ট থাকতে হবে।

আরেকটি বড় গুরুত্বপূর্ণ নসীহত তিনি জামা'তকে করেছেন, তা উপস্থাপন করছি। তিনি বলেন, আজকের যুগ মারাত্মকভাবে অধঃপতিত হচ্ছে, বিভিন্ন প্রকার শিরক, বিদাত এবং অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে। বয়আতের সময় অঙ্গীকার করা হয় যে, ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিব, এই অঙ্গীকার খোদার সামনে এক স্বীকারুক্তি। এখন মৃত্যু পর্যন্ত এর ওপর অবিচল থাকা উচিত। নতুবা নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে পার যে, তোমরা বয়আত কর নি, যদি এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক তাহলে আল্লাহ্ তা'লা জাগতিক উন্নতিও দিবেন আর ধর্মীয়।" ধর্মীয় বিষয়েও আশিস দান করবেন আর জাগতিক বিষয়াদিতেও আশিস দান করবেন।আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে পূর্ণ তাকওয়া অবলম্বন কর। যুগের অবস্থা সংকটপূর্ণ। খোদা তা'লার শাস্তি প্রকাশিত হচ্ছে। খোদার ইচ্ছানুসারে যে নিজের মাঝে পরিবর্তন আনবে সে নিজের প্রাণ এবং সন্তান সন্ততির ওপর দয়া করবে।" তিনি বলেন, " দেখ, মানুষ খাবার খায়, যতক্ষণ পুরো চাহিদা অনুসারে খাবার না খাবে তার ক্ষুধা মিটবে না।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৭৫, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

ঐশী শাস্তি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ঐশী শাস্তি নাযেল হচ্ছে। এখন আমরা দেখি, পরিসংখ্যান আমাদের সামনে রয়েছে। বিগত একশ বছরে পৃথিবীতে যত ভূমিকম্প, ঝড়-ঝঞ্ঝা ও দুর্যোগ এসেছে পূর্বে আসে নি। এখানেও ঝড় আসে, বৃষ্টিও হয়। বার বার হচ্ছে, প্রত্যেকবার এটি লেখা হয় যে, গত পাঁচশত বছরে এত বৃষ্টি হয় নি। এত শত বছরে এত বৃষ্টি হয়নি বা এত দশকে কখনও এত বৃষ্টি হয় নি। এগুলো কি? বোঝার প্রয়োজন রয়েছে। এরা তো বোঝে না, এরা জগৎ পূজারী কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে। এগুলো খোদা তা'লার ক্রোধের বহি:প্রকাশ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দ্ব্যর্থহীনভাবে এ সমস্ত বিষয়ে সতর্ক করেছেন। তাই আমাদের আত্মসংশোধনের প্রতিও মনোযোগ দেওয়া উচিত আর এই পৃথিবীকেও বোঝানো উচিত যে, এই দুর্যোগসমূহ সামান্য কোন বিষয় নয়। এগুলোর ভবিষ্যদ্বাণী একশত বছরের পূর্বেই করা হয়েছে। এগুলো থেকে রক্ষা পাওয়ার একটাই উপায়, তাহল আল্লাহর দিকে মানুষের ফিরে আসা। এখনও যদি বিবেক খাটানো না হয় তাহলে রক্ষা পাওয়া কঠিন। একইভাবে মানুষ নিজেই নিজের জন্য অনেক সমস্যার জন্ম দিয়েছে। বিভিন্ন যুদ্ধ আরম্ভ করা হচ্ছে, পরস্পর যুলম এবং অন্যায় করা হচ্ছে। এর চূড়ান্ত ফলাফল এটিই দাড়ায় যে, যুলম এবং অন্যায় যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায় এবং খোদার দৃষ্টিতে তা চরম পর্যায়ে পৌঁছাবে, আমরা দেখছি যে, চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা ছাড় দেন। আল্লাহর দৃষ্টিতে যখন যুলম এবং অন্যায় চরম পর্যায়ে পৌঁছে, আল্লাহ তা'লা সেই অত্যাচারী জাতিকে ধ্বংস করে দেন। আর তখন তারাই রক্ষা পেতে পারে, যাদের সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় লিখেছেন যে, (' আগ হ্যায় পার আগ সে ওহ সাব বাচায়ে জায়েঙ্গে, জো কি রাখতে হ্যাঁয় খোদায়ে যুল আজায়েব সে পেয়ার।') সর্বত্র অগ্নি পরিলক্ষিত হচ্ছে কিন্তু সেই আগুন থেকে তাদেরকে রক্ষা করা হবে যারা মহা বিস্ময়ের আধার খোদাকে ভালোবাসে। (দুররে সমীন, উর্দু, পৃ: ১৫৪)

অতএব নিজেকে এবং এই জগতকে রক্ষা করার জন্য আমাদের অনেক চেষ্টা করতে হবে। আর এ উদ্দেশ্যে খোদা লাভের জন্য, খোদাকে পাওয়ার জন্য নিজেদের সকল শক্তি এবং সামর্থ্য প্রয়োগ করতে হবে।

তিনি বলেন, "মানুষ রুটি খায় যতক্ষণ পর্যন্ত তৃপ্তির সাথে পর্যাপ্ত খাবার না খায়..... " পেট না ভরে। "তার ক্ষুধা দূর হয় না। রুটির যদি একটি ছোট টুকরো নিয়ে খায়, তাহলে সে কি ক্ষুধা নিবারণ হতে পারে? মোটেই নয়। যদি পানির এক ফোঁটা পান করে তাহলে সেই এক ফোঁটা তাকে আদৌ বাঁচাতে পারবে না। এই এক ফোঁটা পান করা সত্ত্বেও সে মরবে, জীবন রক্ষার জন্য সেই প্রয়োজনীয় পরিমাণ যার মাধ্যমে সে জীবিত থাকতে পারে তা পান না করবে, সে জীবিত থাকতে পারবে না। একটি নির্দিষ্ট মাত্রা বা পরিমাণে খাবার যতক্ষণ না খায় বা পিপাসার্ত ব্যক্তি যতক্ষণ পান না করে সে জীবিত থাকতে পারে না। মানুষের ধার্মিকতার চিত্র এমনই। যতক্ষণ না সে তার ধার্মিকতার যথার্থ মাত্রায় পৌঁছে তৃপ্ত না হয়, সে রক্ষা পেতে পারে না। ধার্মিকতা, তাকওয়া, আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর আনুগত্য সেভাবে করা উচিত যেভাবে পানাহার ততক্ষণ করা হয় যতক্ষণ ক্ষুধা এবং পিপাসা দূরীভূত না হয়।

তিনি বলেন, ভালোভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্র কতক কথা না মানা, তাঁর সব কথাকেই বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখানোর নামান্তর। যদি কোন অংশ শয়তানের জন্য থাকে আর একটি অংশ আল্লাহ্র জন্য থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অংশীবাদীতাকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ্ এই যে রীতি প্রতিষ্ঠা করেছেন তার উদ্দেশ্য হল মানুষের খোদার দিকে আসা, যদিও খোদার দিকে আসা কঠিন কাজ আর এক প্রকার মৃত্যুবরণের নামান্তর। কিন্তু এরই মাঝেই তো জীবন নিহিত। ধন্য সে, যে নিজের ভিতর থেকে শয়তানী অংশ বের করে ছুড়ে ফেলে দেয়। তার ঘর, তার ব্যক্তিত্ব, তার শহর সর্বত্র তার বরকত বিস্তার লাভ করে। কিন্তু তার ভাগেই যদি স্বল্পটুকু আসে তাহলে বরকত আসবে না। কার্যত যতক্ষণ পর্যন্ত না বয়আতের অঙ্গীকার রক্ষা করা হবে বয়আত কোন মূল্য রাখে না। যেভাবে কোন মানুষের সামনেও মৌখিকভাবে অনেক কিছু বললেও যদি বাস্তবে কিছুই না কর তাহলে সে প্রীত হবে না। আল্লাহ্র বিষয়ও অনুরূপ। তিনি সকল আত্মাভিমানীদের মাঝে সবচেয়ে বেশি আত্মাভিমানী। তোমরা তাঁরও আনুগত্য করবে আর তাঁর শত্রুদেরও আনুগত্য করবে, এটি কি সম্ভব? এর নাম হল কপটতা। মানুষের উচিত, এ পর্যায়ে কারো প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা। মৃত্যু পর্যন্ত এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক।" অর্থাৎ ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকারের উপর (প্রতিষ্ঠিত থাক)।

শেষাংশ শেষের পাতায়.....

২ পাতার পর.....

সমাপ্ত হয়।

আজকে হল্যান্ডের পার্লামেন্টে অনুষ্ঠিতব্য অধিবেশনে ৮৯ জন শীর্ষস্থানীয় আধিকারিক অংশগ্রহণ করেছিলেন যাদের মধ্যে হল্যান্ডের পার্লামেন্টর সদস্যবর্গ ছাড়াও স্পেন, আয়ারল্যান্ড, সুইডেন, ক্রোয়েশিয়া, মোন্টেগিরো, আলবেনিয়া, ফ্রান্স, সুইজারল্যানড, বেলজিয়াম, জার্মিান, ভারত, ফিলিপাইন, ডেনমার্ক এবং সাইপ্রাস থেকে সংসদ প্রতিনিধি এবং কয়েকজন রাষ্ট্রদুত ও সরকারি আধিকারিক ও প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। ইউ.এসএর রাষ্ট্রদূত ভবন থেকে তাদের পলিটিকাল এফেয়ার্স আধিকারিক অংশগ্রহণ করেন।

এই সকল অতিথি নিশিভোজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নিশিভোজের পর ৮টার সময় হুযুর আনোয়ার এখান থেকে রওনা হয়ে হেগের মসজিদ মুবারকে আসেন এবং ৮:৩০টায় মগরিব ও এশা জমা করে পড়ান।

প্রোগ্রাম অনুযায়ী নামাযের হুযুর আনোয়ার ৯:১০টায় মসজিদ মুবারক থেকে নুনস্পীটের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

সাংসদ এবং অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হ্যারি ভ্যান বোমেল (অনুষ্ঠানের স্বাগতিক) নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, এই অনুষ্ঠান কিভাবে আয়োজিত হয়েছে সে সম্পর্কে তাঁকে অন্যান্য সাংসদরা বলেছেন। এই প্রোগ্রাম তাদের প্রত্যাশার থেকে বেশি সফল হয়েছে আর এর সুদূরপ্রসারী পরিণাম প্রকাশ পাবে। খলীফাতুল মসীহ অত্যন্ত কার্যকরী ভঙ্গিতে নিজের বার্তা দিয়েছেন। ইসলামের এই শান্তিপ্রিয় রূপ দেখার অধিকার হল্যান্ডের মানুষের রয়েছে। তাদের এই বার্তার প্রয়োজন রয়েছে। খলীফাতুল মসীহর সঙ্গে সংসদের এই অনুষ্ঠান প্রথম পদক্ষেপ ছিল। আমরা এই ধরণের আরও অনুষ্ঠান করব।

হল্যান্ডের সাবেক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী Dr. W.F Eekelen নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন-

খলীফাতুল মসীহর বার্তা থেকে ইসলামের প্রকৃত রূপ দর্শন করার সুযোগ পেয়েছি। আমার ইচ্ছা, হুযুর আনোয়ার বার বার হল্যান্ডে আসুন যাতে মানুষের মন থেকে ইসলাম-ভীতি দূর হয়। সংসদীয় কমিটির প্রশ্নসমূহের যে উত্তর হুযুর আনোয়ার প্রদান করেছেন তা যে কোন বিবেকসম্পন্ন মানুষের চোখ খুলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দুইজন প্রকৌশলীও উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। তাঁরা নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, এটি এক অসাধারণ অনুষ্ঠান ছিল। এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে আমরা গর্বিত। খলীফার ভাষণ অত্যন্ত কার্যকরী ছিল যা থেকে আমরা ইসলামের স্বরূপ সম্পর্কে অবগত হয়েছি।

গ্লোবাল হিউম্যান রাইটস ডিফেন্স'-এর দুই সদস্যা নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, যদি পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তবে পার্লামেন্টে হুযুর আনোয়ার প্রদত্ত বার্তাকে সমস্ত নীতি নির্ধারকদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

হল্যান্ডে নিযুক্ত স্পেনের রাষ্ট্রদূত মি. ফার্নানেন্ডো এরিয়া গোনযালেয অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, 'হুযুর আনোয়ারের বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। বিশেষ করে হুযুর যেভাবে বাক-স্বাধীনতা, সহনশীলতা এবং পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার ও সম্মানের মত স্পর্শকাতর বিষয়ে প্রশ্নাবলীর উত্তর দিয়েছেন তা অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ ছিল।

হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁর ভাষণে সহনশীলতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে যে কথা বলেছেন আমি সেগুলির পূর্ণ সমর্থন করছি। আন্তঃধর্মীয় সমন্বয় এবং পৃথিবীর শান্তির জন্য এই সব মূল্যবোধগুলির প্রতি যত্নবান থাকা অত্যন্ত জরুরী।'

স্পেনের সাংসদ জোস মারিয়া এলেনসো সাহেব নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: মানবতার জন্য শান্তি, স্বাধীনতা এবং সমস্ত সৃষ্টিজগতের স্রষ্টার প্রতি ভালবাসা নিয়ে হুযুর আনোয়ারের এক শক্তিশালী বার্তা শুনে আমি ভীষণ আনন্দিত হয়েছি। এমন এক পৃথিবীর জন্য যেখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং ধর্মের নামে অত্যাচার প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে এই ধরণের শান্তির বার্তার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। আজ সমস্ত শান্তিকামী ও ধর্মপ্রাণ মানুষদের পূর্বাপেক্ষা বেশি ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। আমাদেরকে পরস্পরের মধ্যে বৈষম্য ও ভেদাভেদকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজেদের মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ের উপর জোর দিতে হবে। আমি আপনাদের সকলকে আসসালামো আলাইকুম বলতে চাই।

স্পেনের আরেক সাংসদ মি. এন্টোনিও এ্যাবাড বলেন:

'শান্তি সম্পর্কে জামাতের বার্তা শোনা বিশেষ করে হুযুর আনোয়ারের ভাষণ শোনা আমার জন্য সুখকর অভিজ্ঞতা ছিল। সর্বোপরি হুযুর আনোয়ারের নিকটে যাওয়া এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করা অত্যন্ত গর্বের বিষয়।

বর্তমানে পৃথিবী যেরূপ বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে সেখানে শান্তির বার্তা দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্ববহ। আমাদেরকে এই ধরণের আরও অনুষ্ঠান করা উচিত যাতে সেই পথ খুঁজে বের করতে পারি যার উপর পরিচালিত হয়ে আমরা অপরের কল্যাণের জন্য সংঘবদ্ধ হব। আমাদের উচিত জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে মিলে এই শান্তির পথে চলা যার সন্ধানে আজ সারা বিশ্ব রয়েছে। অনুষ্ঠানে যোগদান করে আমি কৃতজ্ঞ।

মন্টোনগ্রো থেকে তিন সদস্য সম্বলিত এক প্রতিনিধি দল অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসে। তাদের মধ্যে একজন জাতীয় সংসদ সদস্য মি. ড্রিটান এভোযাভিক সাহেব বলেন: এই অনুষ্ঠান জামাতের জন্য এক বিরাট সফলতা। কেননা, তাদের বিশ্ব নেতা খলীফা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ে উপস্থাপন করেছেন। হল্যান্ডের সাংসদের প্রশ্নগুলি অত্যন্ত নির্মম প্রকৃতি ছিল, কিন্তু হুযুর আনোয়ারের উত্তর যুক্তি-প্রমাণ এবং সত্য ভিত্তিক ছিল। এটি হুযুর আনোয়ারে বীরত্ব (দুঃসাহস/ স্পর্ধা) ও আত্মবিশ্বাসের সুস্পষ্ট প্রমাণ। তিনি বলেন, আজকের বিপদসঙ্কুল পৃথিবীতে এমন ধরণের অনুষ্ঠানের ভীষণ প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানে সুইজারল্যান্ড থেকে বিশপ আমেন হাওয়ার্ড অংশ গ্রহণ করেন। তিনি জেনেভার ইন্টারন্যাশনাল স্যানচুয়ারি চার্চের বিশপ। তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন : আমি নিজের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাস করি যে, সার্বিকভাবে এই সম্মেলন সফল হয়েছে, কেননা ব্যবস্থাপনা খুব সুষ্ঠ ও সুচারুভাবে সবকিছুর ব্যবস্থা করে রেখেছিল। আর মহাসম্মানিত হুযুর প্রশ্নের অত্যন্ত দৃঢ় ভঙ্গিতে উত্তর দিয়েছেন। এর দ্বারা তাঁর কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষমতাও প্রকাশ পেয়েছে। তিনি রাজনীতিবিদদের উত্তেজক প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত ধৈর্য্য ও অবিচলতার সাথে নির্দিষ্ট ধারায় দিয়ে যাচ্ছিলেন। সম্মানীয় হুযুরের উত্তরে রসিকতাবোধ এবং শান্তভঙ্গি প্রশংসনীয়।

আমি বিশ্বাস করি যে, তিনি সত্যিকার অর্থেই শান্তির দূত আর আমি চাই সমস্ত মুসলমান বিশ্ব স্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা তাঁর শরিক হন।

জার্মানির আখন শহর থেকে পেশায় একজন চিত্রশিল্পী ও পার্ট টাইম শিক্ষক রেনেট মুলার দ্রেশেন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: এই অনুষ্ঠান শান্তি ও ভালবাসার বার্তা দিচ্ছিল। আমার ধারণা জন্মেছে যে, খলীফা শান্তির পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত করতে চান। খলীফার এই ভাষণ থেকে একটি কথা বোঝা গেছে যে, তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল কথা বলেন আর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত ব্যপক ও বিস্তৃত।

আখন শহর থেকে ডেমোক্র্যাটিক পর্টির সদস্য হার লিপার্ট লোথার বলেন: খলীফার বক্তব্য অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের ছিল। তিনি আমাদের চিন্তাধারায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছেন।

জার্মানি থেকে Frau Alla Katanski সাহেব অনুষ্ঠানে যোগ দান করেন যিনি USAS SPD এর চেয়ারম্যান। তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: হুযুরের ব্যক্তিত্বে আকর্ষণ শক্তি রয়েছে। তাঁকে দেখে মনে হয় যে তিনি অত্যন্ত বিনয়ী মানুষ আর তাঁর বাচন ভঙ্গিও কোমল। খলীফার সামনে দাঁড়ানো এক অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতা ছিল। খলীফা আমার জন্য সময় বের করেছেন এবং আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন যা আমার জন্য সম্মানের বিষয়। রাজনীতিবিদদের প্রশ্নের উত্তর তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও অবিচলতার সঙ্গে দিয়েছেন। তাঁর উত্তরগুলি ছিল যুক্তিপূর্ণ এবং যথাযথ।

অনুষ্ঠানের আরেক অতিথি ছিলেন লোলিতা এবং তাঁর কন্যা ম্যারিকি বাকেন। লোলিতা সাহেবা নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমি এবং আমার মেয়ের হুযুরের সামনে দাঁড়ানো এবং তাঁকে সালাম করা অন্তর আলোড়িত করা এক অভিজ্ঞতা ছিল। আমরা পূর্বেও তাঁকে দেখেছি, কিন্তু এত কাছে থেকে আজ প্রথম দেখছি। তাঁকে দেখা আমাদের দুজনের জন্য প্রশান্তির কারণ ছিল। এমন অনুষ্ঠানে যোগদান করা সর্বসময় সুখকর অনুভুতি এনে দেয় আর এতে অংশগ্রহণ করে আমি নিদারুন আনন্দ লাভ করি। আমার মেয়ে বলে খলীফা হলঘরে প্রবেশ মাত্রই পরিবেশ সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। তাঁর সত্তায় এক বিশেষ ধরণের আকর্ষণ রয়েছে। এ বিষয়টি আমি নিজেও অনুভব করেছি আর এই অনুভুতি আমি কখনো ভুলব না।

ক্রোয়েশিয়া থেকে শাসকদল সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক দলের এক সাংসদ Pand Ek Drazenko ডাচ পার্লামেন্টের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন:

'খলীফাতুল মসীহ ইসলামী শিক্ষাকে অত্যন্ত স্পষ্ট ও কার্যকরীভাবে বর্ণনা করেছেন। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী শিক্ষা অত্যন্ত উপযোগী। সমস্ত মুসলমান যদি এই শিক্ষামালার উপর একনিষ্ঠ হয়ে অনুশীলন করে তবে পৃথিবী শান্তির নিবাসে পরিণত হতে পারে।

বাক-স্বাধীনতা সম্পর্কে জামাত

আহমদীয়ার নেতা যে অকপট অবস্থান গ্রহণ করেছেন তা অত্যন্ত কার্যকরী ছিল।

বিশেষত হোলোকস্ট সম্পর্কে বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত বিধিনিষেধ রয়েছে সেগুলি উদ্ধৃত করা তাঁর অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করেছে।

পাকিস্তানে আহমদীদের উপর নির্যাতন হয়েছে এমন বাস্তবতা সত্ত্বেও জামাতে আহমদীয়ার নেতা পাকিস্তানের সরাসরি সমালোচনা এড়িয়ে গিয়েছেন এবং অসাধারণ ভঙ্গিতে প্রকৃত মুসলমানদেরকে ইসলামের শিক্ষার উপর আমল করার উপদেশ দিয়েছেন যা অত্যন্ত কার্যকরী ছিল।

জামাত আহমদীয়ার শীর্ষনেতা সন্ত্রাসীদেরকে অস্ত্রসরবরাহে নিষেধাজ্ঞা এবং অর্থের জোগান বন্ধ করার যে নীতির কথা বলেছেন তা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ছিল। সত্যিই যদি বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলি এই যুক্তির উপর গম্ভীরতাপূর্বক এবং একনিষ্ঠভাবে আমল করে তবে পৃথিবী শান্তির দিকে ফিরে যেতে পারে।

সুইডেনের সাংসদ মি. বেঙ্গত ইলিয়াসন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, হুযুর আনোয়ারের ভাষণ আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে। তিনি একজন ধর্মীয় নেতা হিসেবে বিশ্বের সামর্থবান মানুষদের আলোড়িত করেছেন। তিনি কোন আপোস করেন নি, বরং শান্তি, ন্যায় বিচার, সহনশীলতা, মানবতা, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে অকপটে সহজবোধ্য ভাষায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং বিশ্বকে একটি বার্তা দিয়েছেন।

বিদেশ বিষয়ক কমিটির সদস্যদের পক্ষ থেকে অভিমত প্রকাশের স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার যে যুক্তি ও তথ্যভিত্তিক উত্তর দিয়েছেন তাতে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহুদীদের কথা উল্লেখ হওয়া সত্ত্বেও তারা হুযুরের কথার মর্ম বুঝতে পারে নি, অথচ আমাদের দেশ সুইডেনে ইহুদীদের ব্যাজ লাগানোও আইনত নিষিদ্ধ এবং এর জন্য শাস্তি ও জরিমানা রয়েছে। হুযুর আনোয়ারের উত্তর প্রজ্ঞা ও অন্তদৃষ্টিতে পরিপূর্ণ ছিল।

আলবেনিয়ার তারানা শহরের মেয়রের প্রধান উপদেষ্টা এবং কাল্ট কমিটির সাবেক সদর আইলির হোহোলি সাহেব অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, জামাত আহমদীয়া যে এমন বৈভবপূর্ণ ও অসাধারণ পন্থায় ইসলামের তবলীগ করছে তা আমার কল্পনাতেও ছিল না। জামাত আহমদীয়ার ইমাম অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ে এবং অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে ইসলামী শিক্ষাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি দৃঢ় প্রত্যয় এবং অবিচলতার সাথে অত্যন্ত কার্যকরী এবং তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ উত্তর দিয়েছেন। শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

DHV PETER KINGMA আমস্টার্ডাম ফ্রি ইউনিভার্সিটিতে বৌদ্ধধর্ম, ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে বিশারদ। তিনি বলেন: খলীফাতুল মসীহ যে স্পষ্ট ভঙ্গিতে ইসলামের শান্তির প্রসঙ্গে শিক্ষা তুলে ধরেছেন তা থেকে অনুমান করেছি যে আন্তঃধর্মীয় আলাপ-আলোচনার বিষয়ক অনুষ্ঠানে জামাতে আহমদীয়ার প্রতিনিধিত্বে তাঁর আপত্তি নেই। এখন আমাদের অনুষ্ঠান সমূহে জামাত আহমদীয়ার অবশ্যই অংশগ্রহণ করা উচিত যাতে ইসলামের প্রকৃত রূপ আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়।

ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশননের ইউরোপ শাখার দূত মি: খালেদ চৌধুরি বলেন: হল্যান্ডের পার্লামেন্টে হুযুর আনোয়ার ইসলামের অত্যন্ত সুন্দর শিক্ষা উপস্থাপন করেছেন। কয়েকজন সাংসদ অনেক চেষ্টা করেছেন যাতে হুযুর আনোয়ার পাকিস্তানে আহমদীদের উপর নির্যাতনের বিষয়ে পাকিস্তান সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেন। কিন্তু, হুযুর আনোয়ার তাদের বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই সংখ্যালঘুদের অধিকার হরণ হচ্ছে। সমস্ত জায়গায় মানবাধিকার পদদলিত হওয়া প্রতিহত করতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, এই দৃষ্টিকোণ আমি হযরত আকদস-এর মহানুভবতার অনুরাগী হয়ে পড়েছি, কেননা তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নি।

৭ই অক্টোবর, ২০১৫

একটি আঞ্চলিক পত্রিকার সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাতকার

১২টায় হুযুর আনোয়ার (আই.) নিজের অফিসে আসেন এবং ফ্যামিলি সাক্ষাত শুরু হয়। সাক্ষাতকালে একটি আঞ্চলিক পত্রিকা 'De Stentor এর এক বরিষ্ঠ সাংবাদিক Jelle Boonstra হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাতকার গ্রহণের জন্য আসেন। এই সাংবাদিকদের প্রবন্ধগুলি দেশের জাতীয় সংবাদ পত্রেও প্রকাশিত হয়। পত্রিকার পাঠক সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আপনি এখানে পুরো সপ্তাহ সময় দিয়েছেন যদিও এটি ছোট্ট একটি দেশ। আপনার কর্মসূচি কি আর কি কারণে আপনি এখানে এতটা সময় দিলেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি এখানে বছরে এক বা দুইবার আসি। এবার দু বছর পরে এসেছি। প্রশ্ন হওয়া উচিত আমি এত দেরিতে কেন এসেছি? সাংবাদিক বলেন, অবশ্যই এই প্রশ্নটি ভাল হত।

হুযুর বলেন: আমার কাজের অন্যান্য কর্মসূচিও থাকে। ব্যস্ততার কারণে গত দুই বছরে এখানে আসতে পারি নি। এখানকার জামাত পার্লামেন্টে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এছাড়াও আলমিরে শহরে মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠান রয়েছে। এই দুটি অনুষ্ঠানের জন্য আমি এখানে এসেছি। তাছাড়া এই জায়গাটি আমার পছন্দের। এলাকাটি সুন্দর আর এর পরিবেশও মনোরম। এখানে এসে আমি কিছুটা বিশ্রামও নিই।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, যে সমস্ত আহমদীরা আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করে তারা কি আপনার কাছ থেকে কোন দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: হ্যাঁ অনেকে দিক-নির্দেশনা নিয়ে থাকে। এখানে আমাদের জামাত এখন ছোট। পাকিস্তানে আহমদীদের উপর নির্যাতনের কারণে এখানে নবাগতরা শরণার্থী হযে এসেছেন। এরা জাতিসংঘের শরণার্থী প্রোগ্রামের অর্ধীনে এখানে আসছে। আমি তাদের সঙ্গে আজ প্রথম সাক্ষাত করছি, কথা বলছি। ভালবাসা ও আবেগের আদান প্রদান হয়।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, মুসলিম বিশ্বে ইদানিংকালে রাজনৈতিক অস্থিরতা রয়েছে। আপনি বলেছেন যে, আমরা নাকি বিশ্বযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছি, একথা কি সঠিক?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, প্রথমবার বলছি না, কয়েক বছর থেকে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে একথা বলছি। এর একাধিক কারণ রয়েছে যা পৃথিবীতে অরাজকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। একটি কারণ হল এই সমস্ত মুসলমান দেশগুলির নেতৃত্ব দুর্বল আর নিজেদের দেশের মানুষের প্রতি নিষ্ঠাপূর্ণ ভালবাসা নেই। মানুষের অধিকার প্রদান করা হচ্ছে না যার কারণে সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের এটি এক স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

এছাড়াও এর দ্বিতীয় কারণ হল এই দেশগুলিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে পশ্চিমি শক্তিগুলি হস্তক্ষেপ করেছে। এই কারণে মুসলিম বিশ্ব অস্থির হয়ে উঠেছে আর নিজেদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে।

সাদ্দামের শাসনকালের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় নি, বরং পরিস্থিতি ক্রমশঃ আরও অবনতির দিকে গিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে মুসলমান বিশ্ব হতাশার শিকারে পরিণত হয়েছে। কারণ তারা আশঙ্কা করছে হয়তো পশ্চিমি জগত তাদের উপর প্রভুত্ব করার চেষ্টা করছে।

এছাড়াও ইদানিং এতদ্অঞ্চলে সিরিয়ার পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে। এই পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার একাধিক কারণ রয়েছে। ২০০৮ সালে আর্থিক মন্দার প্রভাবও পড়েছে যার কারণে পরিস্থিতি আরও বেসামাল হয়েছে। এখন একাধিক দেশে যুদ্ধ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। জর্ডনও নিরাপদ নয়। রাশিয়া এবং পশ্চিমি শক্তিগুলি বিভিন্ন সংগঠন এবং দলকে সাহায্য করছে। রাশিয়া সিরিয়া সরকারকে খোলাখুলিভাবে সাহায্য করছে। অপরদিকে সিরিয়া সরকারের বিরুদ্ধে আই.এস এবং বিদ্রোহী গোষ্ঠী সহ সমস্ত সংগঠন সক্রিয় হয়ে উঠেছে। রাশিয়া সরকার বিরোধীদের সমস্ত ঘাঁটিতে আক্রমণও করেছে। অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার এমন হস্তক্ষেপকে ভালচোখে দেখছে না। যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়া সরকারের বিরোধী গোষ্ঠীকে সাহায্য করছে।

রাশিয়া তুর্কি সীমান্তে এয়ার স্ট্রাইক করায় ন্যাটো রাশিয়াকে কঠোর ভাষায় সতর্কবার্তা দিয়েছে। অপরদিকে পরাশক্তিগুলির জোট গঠন হচ্ছে। চীন ঘোষণা করেছে যদি কোন সংকট দেখা দেয় তবে তারা রাশিয়াকে সাহায্য করবে। এমন পরিস্থিতিতে বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা ঘনীভূত হচ্ছে।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, কিভাবে পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা কাজে লাগাও। আমি অনবরত সতর্কবাণী দিয়ে আসছি। এখন অনেক ছোট ছোট দেশ পরমাণু শক্তিধর হয়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং রাশিয়া জানে যে, লাল বোতাম টেপা হবে না, পরমাণু বোমা ব্যবহার করা হবে না। কিন্তু যে সমস্ত ছোট ছোট দেশ রয়েছে, না তারা কাউকে পরোয়া করে, না কিছু বোঝে। এই কারণেই বিপদ ক্রমশঃ বাড়ছে।

সাংবাদিক বলেন যে, ইউরোপিয়ান দেশগুলিতে সিরিয়া থেকে শরণার্থীরা প্রবেশ করেই চলেছে। পাছে সন্ত্রাসীরা প্রবেশ না করে, এই আশঙ্কায় মানুষ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সিরিয়া থেকে শরণার্থীরা আসছে আর অন্যদিকে আই.এস-এর প্রতিনিধি বিবৃতি জারি করছে যে, প্রতি পঞ্চাশ জন সিরিয়ান শরণার্থী পিছু তাদের একজন আই.এস-এর গুরুত্বপূর্ণ কর্মী রয়েছে। একথা যদি সত্যি হয়,

তবে তাদের অনেকেই হয়তো প্রবেশ করেছে আর এটি পশ্চিমি বিশ্বের জন্য বড় বিপদ। একজন মানুষ আত্মঘাতী হামলা করে এলাকার শান্তি ও সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে পারে।

বর্তমানে সন্ত্রাসীরা কট্টরবাদে দীক্ষিতদের বলছে যে, নিজেদের দেশে থাক, আমরা তোমাদেরকে তোমাদের দেশেই প্রশিক্ষণ দিব, অর্থ দিব আর তোমাদের সাহায্যও করব।' ইন্টারনেটের মাধ্যমে এদেরকে ফাঁদে ফেলা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে, সিরিয়া এবং ইরাক যাওয়ার পরিবর্তে নিজেদের দেশে থেকেই আমাদের এজেন্ডায় কাজ কর। এদের দাবি পরবর্তী আক্রমণ সাইবার আক্রমণ হবে। এটি এক বিরাট অশুভ আঁতাত চলছে যার থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। এর একটিই সমাধান আর তা হল এটিকে সমূলে উৎপাটন করা।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, যে সমস্ত মুসলমান সুশিক্ষিত তারাও উগ্রবাদের দিকে যাচ্ছে। এর কারণ কি?

এর উত্তরে হুযুর বলেন: ইন্টারনেট বিরাট ভুমিকা পালন করছে। এরা শিক্ষিত শ্রেণী, ইন্টারনেটের ব্যবহার সম্পর্কিত যাবতীয় খুঁটিনাটি এদের নখদর্পনে। এদেরকে বলা হয় যে, সরকার তোমাদেরকে ন্যয্য অধিকার দিচ্ছে না, তোমরা অবহেলিত। তোমাদের সাথী ভাইবোনেরা অন্যান্য দেশে ঘোর বিপদ এবং কঠোরতার সম্মুখীন হচ্ছে। তোমরা কেন তাদের সাহায্য করছ না? তোমাদের কোন চাকুরী নেই তাই আমরা তোমাদের সাহায্য করব।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক মন্দার কারণে মূল্যবৃদ্ধি চরমে পৌঁছেছে আর অপর দিকে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। ব্যাংকগুলি ঋণ দেয় না। গৃহঋণ পেতে হলে মোটা টাকা অগ্রিম জমা দেওয়ার পরই ঋণ পাওয়া যাবে। এই সমস্ত বিষয় তাদেরকে আশাহত করে দেয়। যুক্তরাজ্যে ১৮ লক্ষ মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে। যুবকশ্রেণী চাকরী পাচ্ছে না। এই বিষয়গুলি যুবকদের মনকে মুষড়ে দিয়েছে।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, তবে কি একে মগজ ধোলাই বলা যেতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: কেবল মুসলমানেরাই নয়, বরং ইউরোপের অধিবাসি, ডাচ, জার্মান, বেলজিয়াম এবং ব্রিটিশ নাগরিকও কট্টরবাদে দীক্ষিত হচ্ছে আর একথাও বলা হচ্ছে যে, এরা যখন আই.এস-এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যায়, তখন এরাই বেশি নির্মম আচরণ করে আর এরা এশিয়ান বংশোদ্ভুত সদস্যদের থেকেও বেশি বর্বর ও হিংস্র। এর অর্থ আপনাদের স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে হতাশা রয়েছে।

সাংবাদিক বলেন, আপনি তো শান্তি বার্তা দিয়ে থাকেন। কুরআন শান্তির গ্রন্থ। কুরআনে কি লেখা আছে যে, তরবারীর জিহাদ বৈধ?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: কুরআন করীমে ১৯০টি এমন আয়াত রয়েছে যেগুলি জিহাদ সংক্রান্ত আর বাইবেল ও তওরাতের ৫৫০ টি আয়াতে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ অপরকে হত্যা কর, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর ইতাদি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কুরআন করীম যখন জিহাদের আদেশ দেয় তখন সঙ্গে এই উদ্দেশ্য বর্ণনা করে এবং শর্তাবলীও আরোপ করে যে কোন কোন শর্তে জিহাদ করা যেতে পারে।

আঁ হযরত (সা.)-এর দশ বছর মক্কায় থাকেন। নিদারুন দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ সহন করেন, কিন্তু তিনি কোন প্রতিরোধ করেন নি। অতঃপর তিনি মদিনা হিজরত করেন। এক-দেড় বছর পর মক্কাবাসীরা আক্রমণ করলে তিনি (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) প্রতিরোধ করার অনুমতি প্রাপ্ত হন। আল্লাহ্ তা'লা অনুমতি প্রদান করার সময় বলেন, যদি যুদ্ধের অনুমতি না দেওয়া হত তবে মসজিদ ছাড়াও, গির্জা, কালিসা, মন্দির এবং অন্যান্য ধর্মের উপাসনাগারগুলির অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে উঠত।

এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা যেখানে শক্তিপ্রয়োগের অনুমতি প্রদান করেছেনে তা কেবল ইসলামকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং সমস্ত ধর্ম এবং ধর্মের উপাসনাগারকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি একাধিক শর্তের সাথে প্রদান করা হয়েছিল। যেমন, বন্দীদেরকে দাস হিসেবে রাখবে না। তাদেরকে মুক্ত করে দিবে। তাদের কাছে মুক্তিপণ নিয়ে রেহাই দিবে। শিশু, বৃদ্ধ ও মহিলাকে হত্যা করবে না। পাদ্রী এবং ধর্মীয় পথ-প্রদর্শকদের হত্যা করবে না। উপাসনাগারগুলিকে ধ্বংস করবে না। এছাড়াও যুদ্ধের আরও শর্ত রয়েছে। আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর খলীফাদের যুগে এই সমস্ত শর্তাবলী দৃষ্টিপটে রেখে যুদ্ধ হয়েছে আর মুসলমানেরা নিজেদের প্রতিরক্ষা করেছে। এবং এই জিনিস গুলি ধ্বংস করা হয় নি। অপরদিকে এই সমস্ত সন্ত্রাসী সংগঠনগুলি ইয়াযিদিদের উপর আক্রমণ করছে, সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ করছে আর প্রাচীন ধর্মীয় স্থাপত্যগুলিকে ধ্বংস করছে। যদি এমন স্থাপত্যগুলিকে ভূপাতিত করা বৈধ হত, তবে আঁ হযরত (সা.) এবং খলীফাগণ কি সে কাজ করতেন না? অতএব আজকাল সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি যে যুদ্ধ করছে সেগুলির সঙ্গে না আছে ইসলামী জিহাদের কোন সম্পর্ক আর না আছে ইসলামি শিক্ষার সঙ্গে। যা কিছু হচ্ছে তা সম্পূর্ণরূপে ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী।

সাংবাদিক বলেন, আপনি শান্তির কথা বলেন, আর ইসলামের বাণী প্রচার করেন। বিরোধীদের পক্ষ থেকে আপনার কি কোন বিপদ রয়েছে? আপনিও কি তাদের লক্ষ্যে রয়েছেন? আপনি কি এবিষয়ে ভীত হন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি যদি কারো টার্গেট হই আর আমি ভয় করি তবে কাজ অব্যাহত রাখতে পারব না।

হুযুর আানোয়ার বলেন, প্রত্যেক আহমদীই টার্গেটে রয়েছে। পাকিস্তানে তো আইন তৈরী হয়েছে যে, আহমদীরা নামায পড়তে পারবে না, নিজেদের মসজিদকে মসজিদ বলতে পারবে না, মসজিদে নামায পড়তে পারবে না। কলেমা তয়্যেবা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ পাঠ করতে পারবে না। সেখানে আমাদের মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা হয়। মসজিদের মিনার ভেঙ্গে ফেলা হয়। আমরা সাধারণ মানুষকে ভেঙ্গে ফেলতে দিই না, কিন্তু যদি সরকার নিজে ভেঙ্গে ফেলে তবে আমরা বাধা দিই না।

ইন্ডোনেশিয়াতেও তিনজন আহমদীকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করা হল। ইন্ডোনেশিয়াতেও আমাদের বিরোধীরা রয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত বিরোধী এবং তাদের নির্যাতন ও উৎপীড়ন আমাদের কাজে কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। আমরা নিজেদের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সত সচেষ্ট। যখন আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই টার্গেট তখন আমার ভয়ভীত হওয়ার প্রয়োজন কি?আমরা নিজেদের মিশন অব্যাহত রেখেছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ হযরত (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এমন যুগ আসবে যখন মুসলমানেরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ভুলে যাবে আর ইসলামের কেবল নামটুকুই অবশিষ্ট থাকবে। ঠিক সেই সময় আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদে হেদায়াতের জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীকে প্রেরণ করবেন। আমাদের বিশ্বাস, হযরত মির্যা গোলাম আহমদই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী। তিনি দাবিও করেন যে, আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে যে মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাবের কথা ছিল তা আমিই।

তিনিও বিরোধীদের আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হন। তাঁর হত্যার ষড়যন্ত্র রচিত হয়। তাঁকে হত্যার ফতোয়া জরি করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করা হয়। কিছু মোকদ্দমা তো এমন ছিল যেগুলির শাস্তি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারত। এই সমস্ত বিষয়গুলির কারণে তিনি যদি বিপদ আঁচ করতেন আর তিনি ভয় করতেন তবে কাজ করতে পারতেন না। কিন্তু তিনি নির্ভয়ে নিজের অর্পিত ঐশী দায়িত্ব পালন করেছেন আর কোন বিপদকে গ্রাহ্য করেন নি।

হুযুর বলেন: আমরা হলাম ইসলামের সেই সৈন্যদল যারা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করে। সৈন্য যদি সমরাঙ্গণে মৃত্যু ভয়ে ভীত হয় তবে সে যুদ্ধ করতে পারবে না। তাই আমরা যদি লড়তে চাই, তবে তরবারী বা কোন অস্ত্র ছাড়াই মৃত্যু ভয়ে ভীত না হয়ে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা নিয়ে অপরের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে।

সাংবাদিক বলেন, মিডিয়াতে আপনাদের কভারেজ খুব কমই দেওয়া হয় আর যারা ঘৃণা বিদ্বেষ প্রসার করে তাদেরকে বেশি করে কভারেজ দেওয়া হয়। এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: মিডিয়া তো এমন সব প্রবন্ধ প্রকাশ করে যেগুলি মানুষের পছন্দ। যদি দশজন মুসলমান সিরিয়া গিয়ে আই.এস -এ যোগ দেয়, তবে বড় বড় হরফের শিরোনামে পৃষ্ঠা জুড়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়। অপরদিকে যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ শান্তি ও ভালবাসার বাণী নিয়ে জামাত আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়, তখন আপনারা এর কোন সংবাদ প্রকাশ করবেন না।

হুযুর বলেন: কট্টরবাদ গ্রহণকারীদের থেকে কয়েকগুণ বেশি মানুষ শান্তি ও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।

যা কিছু ঘটে চলেছে সে সম্পর্কে আমি যদি আশাহত হয়ে পড়তাম তবে কাজ করতে পারতাম না। এই সব কারণে আমি খোদার প্রতি আরও বেশি সেজদাবনত হই, কেননা তিনি তাঁর সৃষ্টিকে ভালবাসেন। তিনিই এই জগতকে সৃষ্টি করেছেন আর আমরা এই বার্তাকে অপরের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। খোদা তাঁর বার্তা বহনকারীদেরকে ভালবাসেন। তিনি সমস্ত জগতের প্রভু-প্রতিপালক আর তিনি সমগ্র জগতের জন্য করুণাও বটে। খোদা তা'লা তাঁর বার্তা বহনকারী প্রিয় বান্দার জন্য রহমত। তাই তিনি কিভাবে তাঁর এই সমস্ত বান্দাদেরকে ধ্বংস করতে পারেন?

অতএব খোদার প্রতি নতজানু হও, নিজেদের কর্তব্য পালন কর,

খোদার ও মানুষের অধিকার প্রদান কর এবং মানবজাতির সেবা কর।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কাদিয়ান নামক এক ছোট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন আর সেখান থেকেই তিনি মসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবি করেন। তিনি একা ও নিঃসঙ্গ ছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর সময় তাঁর অনুগামীর সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ। বর্তমানে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ২০৭ টি দেশে আহমদীয়াত প্রসার লাভ করেছে। আফ্রিকান দেশসমূহে আমাদের জামাতের সদস্য সংখ্যা কয়েক মিলিয়ন। পাকিস্তানে যেখানে আমাদের উপর নির্যাতন চলছে, সেখানেও কয়েক লক্ষ আহমদী রয়েছে। আরব দেশসমূহেও হাজার হাজার সংখ্যক আহমদী রয়েছে আর এই সংখ্যা প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরবরা আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। তারা আমাদের শান্তি ও সম্প্রীতির বাণী এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার উপর আমাদেরকে অনুশীলনরত দেখেই জামাত আহমদীয়ায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, যারা আপনাদেরকে গ্রহণ করছে, তারা কি সন্ত্রাসবাদের প্রতিক্রিয়ার কারণে এমনটি করছে?

হুযুর বলেন: হ্যাঁ এটি একটি কারণ হতে পারে। দ্বিতীয়ত অনেকে আমাদেরকে বলে যে, আপনারাই ইসলামের প্রকৃত বাণী উপস্থাপন করেন। মানুষ শান্তি, সৌহার্দ্য এবং আহমদীদের আচার আচরণ ও শিক্ষা-দীক্ষা দেখে বয়আত গ্রহণ করে।

সাংবাদিক বলেন, আপনি কি আজ আলমেরেতে অনুষ্ঠান করবেন? ইসলামের বিরুদ্ধে যে দলটি রয়েছে সেখানে তাদের জোরালো সমর্থন রয়েছে। এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: সম্ভবত সেখানে বিরোধী রাজনীতিকদের পক্ষ থেকে, জনসাধারণের পক্ষ থেকে নয়। সাধারণ মানুষ ভালভাবে জানে যে আমরা কারা। যখন আমরা তাদেরকে বলব যে মসজিদের বাস্তবতা কি আর এর উদ্দেশ্যই বা কি তখন তারা বিষয়টি আরও ভালভাবে বুঝতে সক্ষম হবে।

সাক্ষাতকার অনুষ্ঠানটি ১:২০টায় সমাপ্ত হয়।

মসজিদ বায়তুল আফিয়াতের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন/ শিলান্যাস অনুষ্ঠান

আজকের কর্মসূচিতে ছিল আলমেরে শহরে মসজিদ বায়তুল আফিয়াতের শিলান্যাস অনুষ্ঠন। হুযুর আনোয়ার (আই.) ৩:৪৫ টায় নিজের বিশ্রামকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসেন এবং নুনস্পীট থেকে আলমেরে শহরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। নুনস্পীট থেকে আলমেরে শহরের দূরত্ব ৫০ কিমি। ৫০ মিনিট সফর শেষে হুযুর আনোয়ার আলমেরেতে পদার্পণ করেন।

আলমেরে শহর Flevoland প্রদেশে অবস্থিত। ১৯৭১ সালে সমুদ্রের একটি অংশকে শুষ্ক করে শহরটি গড়ে তোলা হয়েছিল। ৪৪ বছর পূর্বে এখানে সমুদ্র ছিল আর আজ একটি শহর গড়ে উঠেছে। শহরের জনসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ চুরাশি হাজার।

এখানে লিলিস্টেড এলাকায় ২০০৭ সালে জামাত প্রতিষ্ঠিত হয় আর আজ জামাত এখানে মসজিদ নির্মাণের তৌফিক লাভ করছে।

মসজিদের জমির আয়তন ১৮৩৫ বর্গমিটার যার উপর ৬৩৪ বর্গমিটারের মসজিদটি নির্মিত হবে আর মিনারের উচ্চতা হবে সাড়ে আঠারো মিটার। মসজিদে দেড়শ নামাযির স্থান সংকুলান হবে। মসজিদ সংলগ্ন হলঘরে একশজন নামায পড়তে পারবে। এইরূপে মোট আড়াইশো জন নামাযীর স্থান সংকুলান হবে। মসজিদের সঙ্গে জামাতী মিশন হাউস এবং অফিসঘরও নির্মিত হবে।

শিলান্যাস অনুষ্ঠানের জন্য পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক তাবু লাগানো হয়েছিল। আজকের এই অনুষ্ঠানে বিরাট সংখ্যক অতিথি উপস্থিত হয়েছিলেন।

১৯৫৫ সালে হল্যান্ডের মাটিতে ডেনহেগে জামাত আহমদীয়ার প্রথম মসজিদ 'মসজিদ মুবারক' নির্মিত হয়। ৬০ বছর পর আলমেরে শহরে জামাতের দ্বিতীয় মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হতে চলেছে, এদিক থেকে আজকের এই অনুষ্ঠান ঐতিহাসিক।

হুযুর আনোয়ারের আগমণের পূর্বে অতিথিরা নিজেদের আসনে উপবিষ্ট ছিলেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) মঞ্চে আরোহনের পর কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। আইমান উদ সাহেব তিলাওয়াত করেন আর ডাচ অনুবাদ উপস্থাপন করেন ডক্টর যুবের আকমাল সাহেব। হল্যান্ডের আমীর সাহেব মাননীয় হিবাতুন নুর ফারহানান সাহেব পরিচিতিমূলক বক্তব্যে অতিথিদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

আমীর সাহেব বলেন, আলমেরে শহরে তারা প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পঞ্চাশ হাজার মানুষকে জামাতের সঙ্গে পরিচিত করেছেন। এই কাজের জন্য এখানকার একটি স্কুল তাদের অনেক সাহায্য করেছে। তিনি হল্যান্ডের জামাতের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরে বলেন, প্রথম মসজিদটি ১৯৫৫ সালে তৈরী হয়েছিল আর এখন ৬০ বছর পর আমরা দ্বিতীয় মসজিদ তৈরী করছি।

আমীর সাহেবের ভাষণের পর আলমেরে শহরের স্থানীয় মেয়র Dhr. F. Huis সাহেব নিজের ভাষণে বলেন:

" ডাচ ভাষায় রাখব না কি ইংরেজিতে এ নিয়ে আমি দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিলাম। পরে সিদ্ধান্ত নিই যে, হুযুর আনোয়ারে প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ হিসেবে ইংরেজিতে বক্তব্য রাখব। এর দুটো লাভ, এক ভাষণ সংক্ষিপ্ত হবে আর আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণের উদ্দেশ্য হল হুযুর আনোয়ারের ভাষণ শোনা, কেননা যদিও আমাদের একই বছরে জন্ম, কিন্তু হুযুর আনোয়ারের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আমার থেকে অনেক বেশি। তাই নিজেকে শোনার পরিবর্তে হুযুর আনোয়ারের ভাষণ শোনা বেশি পছন্দ করব।

তিনি বলেন, যেখানে আলমেরে যেখানে মসজিদ তৈরী হচ্ছে সেই স্থান সম্পর্কে এতটুকুই বলতে চাই যে, সংস্কৃতির বিবিধতাই কেবল আমাদের সমাজের বৈশিষ্ট্য নয়, বরং এর মধ্যে সহনশীলতাও রয়েছে। এই কয়েকটি কথা বলে আমি হুযুর আনোয়ারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি।

হুযুর আনোয়ারের ভাষণ:

এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন। তাশাহুদ, তাউয ও তাসমিয়া পাঠের পর হুযুর আনোয়ার বলেন-

সম্মানীয় অতিথিবর্গ! আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু।

আপনাদের উপর আল্লাহ্‌র আশিস ও করুণা বর্ষিত হোক। আমি ভেবে ছিলাম আজকের ভাষণ সংক্ষিপ্ত রাখব। কিন্তু এই শহরের মেয়র আমার থেকে এগিয়ে গেছেন। কেননা, তাঁর বক্তব্য আমার থেকেও সংক্ষিপ্ত ছিল।

এরপর আমি বলতে চাই যে, আমরা আজ এই শহরে নতুন মসজিদের শিলান্যাসের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছি। মসজিদটি সম্পূর্ণ হওয়ার পর এটি হল্যান্ডে জামাতে আহমদীয়ার দ্বিতীয় মসজিদ হবে। ইনশাআল্লাহ্॥

হুযুর আনোয়ার বলেন: অত্যন্ত দুর্ভাগ্যপূর্ণ বিষয় যে, পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পশ্চিমি দেশগুলির অধিকাংশ মানুষই আশঙ্কিত হয় যখন মুসলমানরা কোথাও একত্রিত হয় বা মসজিদ বা কোন প্রতিষ্ঠান তৈরী করে। তাদের আশঙ্কা থাকে এর পিছনে অবশ্যই কোন বিপদ বা অরাজকতা রয়েছে। অনেকে মনে করে যে, পৃথিবীর এই অংশে মুসলমানদের উপস্থিতিই তাদের সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে তুলছে। আজকে যারা অতিথি হিসেবে এখানে এসেছেন খুব সম্ভব তাদের মধ্যেও হয়তো এমন অনেকে আছেন যারা এই ধরণের আশঙ্কায় ভোগেন। এই কারণে মসজিদের শিলান্যাসরে সঙ্গে এই শহরের মানুষকে বার্তা দিতে চাই যে, এমনটি মোটেই নয়। আমরা মসজিদের নাম রেখেছি 'বায়তুল আফিয়াত' যার অর্থ হল সকলের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান। জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর এক পঙক্তিতে বলেছেন-

'সিদক সে মেরি তরফ আও ইসি মে খায়ের হ্যায়। হ্যায় দারিন্দে হর তরফ মেঁ আফিয়াত কা হুঁ হিসার'।

অর্থাৎ-সত্যনিষ্ঠ হয়ে আমার দিকে এস, এতেই কল্যাণ নিহিত। চতুর্দিকে ভয়াল পশু আর আমি হলাম শান্তি ও নিরাপত্তার দুর্ভেদ্য দূর্গ।

তাই পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে হোক না কেন আহমদীদের প্রত্যেকটি মসজিদ শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান আর মানবতার জন্য আশ্রয় স্থল। বস্তুতঃপক্ষে ইসলাম অনুসারে যে ব্যক্তিই মসজিদ নির্মাণ করে সে আল্লাহ্ তা'লার ঘর তৈরী করে। আমরা ইহজাগতিক জীবনে নিজের জন্য ঘর তৈরী করলে এ বিষয়টি সুনিশ্চিত করার চেষ্টা করি যে, এটি যেন এমন এক স্থান হয় যেখানে আমরা নিজেকে নিরাপদ মনে করি এবং মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারি। তাই আল্লাহ্ তা'লার ঘর তৈরীর ক্ষেত্রে এটি কি করে সম্ভব যে, আমরা এমন এক মসজিদ তৈরীর চেষ্টা করব যা অন্যের বিপদ ও ক্ষতি ডেকে আনবে? আমাদের বিশ্বাস, আল্লাহ্ তা'লা যাবতীয় প্রকারের শান্তি ও নিরাপত্তার উৎস আর তিনিই সকলের রক্ষক। আল্লাহ্ তা'লা এও চান যেন মানুষ তার গুণাবলী ধারণ করে। অতএব একজন প্রকৃত মুসলমানের কর্তব্য হল সকলের সঙ্গে ভালবাসার আদান প্রদান করা এবং সমাজের শান্তির রক্ষক হওয়া। স্পষ্ট থাকা উচিত যে, যে মসজিদের আজকে শিলান্যাস হতে যাচ্ছে সেটি সকলের জন্য আশ্রয়স্থল, শান্তি ও নিরাপত্তার অসামান্য নিদর্শন হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: বাহ্যিক শান্তি ও নিরাপত্তা ছাড়াও এই মসজিদ অভ্যন্তরীণভাবেও শান্তি ও নিরাপত্তার মাধ্যম হবে। কেননা, মানুষ যখন আল্লাহ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তখন সে কল্যাণ ও শান্তি ভিন্ন কোন প্রকারের কাজ করতে পারে না। তার মন যাবতীয়

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 3 Thursday, 15-22 Nov, 2018 Issue No.46-47

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

প্রকারের ঘৃণা ও বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এই কারণে আমি আপনাদেরকে আশ্বস্ত করছি যে, এই মসজিদ কোনক্রমেই সমাজের শান্তির জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়াবে না, কখনো বৈরিতা ও ভেদাভেদের সৃষ্টি করবে না, বরং এটি মানবতাকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ করবে এবং প্রকৃত ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালবাসার চেতনা সৃষ্টি করবে। এই মসজিদ আহমদী মুসলমানদের জন্য শান্তিপূর্ণভাবে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের স্থান হবে যেখানে তারা একত্রিত হয়ে সমগ্র সমাজে শান্তি প্রসারের চেষ্টা করবে। মসজিদ সম্পূর্ণ হওয়ার পর আমাদের প্রতিবেশী এবং অন্যান্য সদস্যরা সরাসরি ইসলামের শিক্ষার দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করবে। তারা শান্তি, সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা ছাড়া না কোন বিষয় দেখবে না শুনবে। স্থানীয় আহমদী মুসলমানরা চারিত্রিক গুণাবলী এবং ভ্রাতৃত্ববোধের উৎকৃষ্ট নমুনা প্রতিষ্ঠিত করবে। ইনশাআল্লাহ॥ তারা খোদা তা'লার সমস্ত সৃষ্টির জন্য অকৃত্রিম সহানুভুতি ও নিষ্ঠা প্রদর্শন করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি একথাও স্পষ্ট করতে চাই যে, যেহেতু মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর, তাই এটি সকল শান্তিকামী মানুষের জন্য উন্মুক্ত। আমাদের মসজিদের কোন গোপন অভিসন্ধি নেই, আর না কোন গোপন উদ্দেশ্য পুরণের জন্য তৈরী করা হয়। বরং এই মসজিদ এবং এর মত আরও মসজিদগুলির দরজা সবসময় খোলা থাকবে। মসজিদে আসতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদেরকে হাসিমুখে স্বাগত জানানো হবে। যা কিছু আমি বলেছি সেই প্রেক্ষাপটে আমি বিশ্বাস করি, যে সমস্ত স্থানীয় বাসিন্দারা মসজিদ সম্পর্কে আশঙ্কা পোষণ করেন, তারা অচিরেই জেনে যাবেন যে, তাদের আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক। আমি এও বিশ্বাস করি যে, মসজিদটি সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর স্থানীয় আহমদী মুসলমানেরা নিজেদের মধ্যে আরও বেশি প্রেম ও সম্প্রীতির নমুনা দেখাবেন। তারা সারা পৃথিবীতে প্রমাণ করবে যে, এই মসজিদ শান্তির পথিকৃত/মশাল যা সমাজকে ভালবাসা, সহানুভুতি এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার আলোয় আলোকিত করে। এই মসজিদের মাধ্যমে আপনারা শান্তি ও ধর্মীয় স্বাধীনতার সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক সর্বত্র সুস্পষ্ট প্রতীয়মান দেখতে পাবেন।

আমি এই সুযোগে লোকাল কাউন্সিল, মেয়র এবং স্থানীয় মানুষদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই যারা আমাদের সমর্থন করেছেন এবং এই মসজিদ নির্মাণের অনুমতি দিয়েছেন। এখানে অধিকাংশই সেই সমস্ত আহমদী যারা নিজেদের দেশ থেকে ধর্মীয় কারণে নির্যাতিত হয়ে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। ইবাদতে কঠোর বাধা এবং নিজেদের দেশে শান্তিতে বসবাস না করতে দেওয়া সত্বেও তারা ঘৃণার জবাব ঘৃণার মাধ্যমে দেয়নি আর কখনো আইন নিজের হাতে তুলে নেয় নি। সব সময় ধৈর্য এবং দোয়ার মাধ্যমে উত্তর দিয়েছে এবং নিজেদের বিষয় খোদার হাতে ন্যস্ত করেছে যে শিক্ষা ইসলাম দেয়।

পরিশেষে আমি আরও একবার স্থানীয় প্রশাসন এবং সদস্যদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা মসজিদ নির্মাণের প্রচেষ্টায় আমাদের সহায়তা করেছেন। এটি আপনাদের মহানুভবতা এবং উদারতা যার কারণে সেই সমস্ত মানুষ যারা পূর্বে ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়েছিল এবং বঞ্চিত ছিল তারা আজ সত্যিকার ধর্মীয় স্বাধীনতা অর্জন করবে এবং অচিরেই তৈরী হয়ে যাওয়া এই মসজিদে ইবাদত করবে। ইনশাআল্লাহ॥

অতএব আহমদীদের এখানে শান্তিপূর্ণ বসবাসই এই সমাজ ও দেশের জন্য সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

আলমেরের মেয়র মি. এফ, হিউস নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: আমি এরপূর্বে কখনও এমন ব্যক্তিত্বকে দেখি নি যার কথা এতটা হৃদয়স্পর্শী হতে পারে।

হুযুর আনোয়ারের বার্তা আলমেরেতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরীর ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরী ছিল। আমরা সকলে মিলে এটিকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করা উচিত। খলীফা যিনি শান্তির বার্তা দিয়েছেন, তিনি বিশ্বাস করেন যে এই মসজিদের মাধ্যমে এই বার্তা অবশ্যই প্রসার লাভ করবে।

(ক্রমশঃ...)

২য় খুতবার শেষাংশ...

তিনি বলেন, "পাপ দু'প্রকার হয়ে থাকে। একটি হল আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরিক করা, তাঁর মাহাত্ম ও শ্রেষ্ঠত্বকে না বোঝা এবং তাঁর ইবাদত, আনুগত্যে আলস্য প্রদর্শন করা। দ্বিতীয়ত তাঁর সৃষ্টির প্রতি স্নেহশীল না হওয়া এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার না দেওয়া। তোমাদের উচিতএই উভয় প্রকার পাপ থেকে দূরে থাকা। আল্লাহর আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক , বয়আত করতে গিয়ে যে অঙ্গীকার করেছো তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহ্‌র বান্দাদের কষ্ট দিবে না। কুরআনকে গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ কর। এর ওপর আমল কর, সকল প্রকার হাসি বিদ্রুপ এবং বাজে কথা এবং পৌত্তলিকতাপূর্ণ বৈঠক এড়িয়ে চল, পাঁচ বেলার নামায কায়েম কর। এক কথা খোদার এমন কোন নির্দেশ যেন না থাকে, যাকে তোমরা এড়িয়ে যাবে। দেহও পরিচ্ছন্ন রাখ আর হৃদয়কেও সকল প্রকার অন্যায়-বিদ্বেষ এবং হিংসা থেকে পবিত্র কর। এই বিষয়গুলোই আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের কাছে চান।" (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৭৫-৭৬)

বয়আতের পর আমাদের ওপর যে দায়িত্ব বর্তায় সে দায়িত্ব পালন করে আমরা নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন আনব, খোদার কাছে এটিই আমার প্রত্যাশা। এই জগতে বসবাস করা সত্ত্বেও ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার যেন আমরা রক্ষা করে চলি। তিনি (আ.)-এর নির্দেশাবলী যেন আমরা মান্যকারী হই আর বয়আতের যে দশম শর্ত রয়েছে অর্থাৎ ধর্মানুমোদিত তাঁর সকল আদেশ পালন করার যে অঙ্গীকার রয়েছে, এর প্রকৃত অর্থ বুঝে আনুগত্যের সেই মানে আমরা পৌঁছব, এটিই আমার প্রত্যাশা, যেন খোদার সেসব কৃপারাজীর উত্তরাধিকারী আমরা হতে পারি, যার প্রতিশ্রুতি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)কে আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন।

*****❖*****❖*****❖*****

১ম পাতার শেষাংশ....

তাহা মিথ্যা । কিস্‌সা কাহিনী ছাড়া যে ধর্মে অন্য কিছু নাই, তাহার প্রত্যেকটিই মিথ্যা । খোদাতা'লা পূর্বে যেইরূপ ছিলেন এখনও সেইরূপই আছেন; তাঁহার 'কুদরত' (সর্বশক্তিমত্তা) পূর্বে যেমন ছিল এখনও তেমনই আছে; তাঁহার নিদর্শন দেখাইবার ক্ষমতা যেমন পূর্বে ছিল, তাহা এখনও আছে । সুতরাং তোমরা শুধু কিস্‌সা-কাহিনীতেই কেন সন্তুষ্ট থাক? ধ্বংসপ্রাপ্ত সেই জামা'ত যাহার অলৌকিক বিষয়াবলী কিবল কিস্‌সা, যাহার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ কেবল কিস্‌সা এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত সেই জামা'ত যাহার উপর খোদাতা'লা অবতীর্ণ হন নাই এবং যাহা 'একীনের' সাহায্যে খোদাতা'লার হস্ত দ্বারা পবিত্র হয় নাই ।

মানুষ যেমন ইন্দ্রিয় ভোগের সামগ্রী দেখিয়া সেইদিকে আকৃষ্ট হয়, তদ্রূপ যখন সে একীনের সাহায্যে আধ্যত্মিক স্বাদ লাভ করে, তখন সে খোদাতা'লার দিকে আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহার সৌন্দর্য তাহাকে এইরূপ মুগ্ধ করিয়া দেয় যে, অন্যান্য যাবতীয় বস্তু তাহার নিকট একেবারে বাতিল ও তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয় । মানুষ তখনই পাপ হইতে মুক্তি পায়, যখন সে খোদাতা'লা এবং তাঁহার জরুরত (মহাশক্তি), পুরস্কার ও শাস্তি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ করে । অজ্ঞতাই সর্বপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতার মূল । যে ব্যক্তি একীনি মা'রেফাত (নিশ্চিত-জ্ঞান) হইতে কিছুমাত্র অংশ লাভ করে, সে কখনও উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারে না ।

যদি কোন গৃহের মালিক জানিতে পারে যে, এক প্রবল বন্যা তাহার গৃহের দিকে অগ্রসর হইতেছে, কিম্বা তাহার গৃহের আশেপাশে আগুন লাগিয়াছে এবং মাত্র অল্প জায়গা বাকী আছে, তখন সে সেই গৃহে থাকিতে পারে না । তাহা হইলে কেমন করিয়া তোমরা খোদাতা'লার পুরস্কার ও শাস্তির প্রতি একীন রাখার দাবী করার পর নিজেদের ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে রাখিয়াছ? সুতরাং তোমরা চক্ষু উন্মুক্ত করিয়া খোদাতা'লার সেই নিয়মকে প্রত্যক্ষ কর যাহা সারা দুনিয়াতে পরিলক্ষিত হয় । অধোগামী মুষিক সাজিও না, বরং ঊর্ধ্বগামী কবুতর হইতে চেষ্টা কর, যাহা আকাশের বিশালতাকে নিজের জন্য পছন্দ করে । তোমরা 'তওবার' বয়াত গ্রহণ করিয়া পুনরায় পাপে লিপ্ত থাকিও না, এবং সাপের ন্যায় হইও না যাহা খোলস পরিবর্তন করার পর পুনরায় সাপ থাকিয়া যায় । মৃত্যুকে স্মরণ কর, যাহা ক্রমশঃ তোমাদের নিকটে আসিতেছে, কিন্তু তোমরা এই সম্বন্ধে সচেতন নও । (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ৬৬-৬৮)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir.